

চণ্ডিকা-মঙ্গল ।

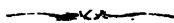
স্বরাধাচরণ রক্ষিত (মুদ্রিত) প্রণীত ।

চণ্ডিকা-মঙ্গল ।

(কাব্য)

মার্কণ্ডের পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর সরল

পদ্যে মন্থানুবাদ ।



~~৩৩৭৮~~
৩৩৭৮

“ নানান্ দেশের নানান্ ভাষা

দিনে বাঙ্গালা ভাষা পূর্বকি ভাষা ”

৩রাধাচরণ রক্ষিত (মুসেসফ) প্রণীত ।



প্রকাশক শ্রীযাত্রামোহন দাস ।

PRINTED BY R. M. ROY. *Manager* Sonaton press,
CHITTAGONG.

প্রকাশকের নিবেদন ।

অশীতি বৎসর পূর্বে চণ্ডিকামঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছে । আজ বঙ্গ ভাষা নানা আভরণ-ভূষণ, অপূর্ণ সৌষ্ঠবশালিনী, বিচিত্র গতিশীলা । তখন ভাষার সে সম্পদ না থাকিলেও উহার একরূপ সরল অনাবিল গতি ছিল বাহা সহজেই প্রাণ স্পর্শ করিত । এই কাব্যে সেই কৃতিবাস ও কবিকঙ্কণের যুগের প্রাঞ্জলতা আছে । কিন্তু তাহাই ইহা প্রকাশের একমাত্র কারণ নহে ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী হিন্দুর একটা মহাগ্রন্থ । ইহা হিন্দুর অধিকাংশ পূজাপার্বণে শাস্তি স্বস্তায়নে ঘরে ঘরে পঠিত হইয়া থাকে । কিন্তু তর্ভাগের বিষয় জনসাধারণ এই নিত্য পঠিত শাস্ত্রের মর্ম গ্রহণে অসমর্থ । সংস্কৃত ভাষার কঠিন আবরণ এবং বিষয়ের দুর্লভতা ইহার অত্রতম কারণ । এমন প্রবাদ ও আছে যে কোন পুরোহিত “ যা দেবী সর্বভূতেষু ” পাঠ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে উহা কর্তার মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং ‘যা দেবী’ বলিবার অপরাধে সেই পুরোহিতকে গৃহস্থের বিরাগ ভাঞ্জন হইতে হইয়াছিল । যিনি এই শাস্ত্র গ্রন্থকে বঙ্গীয় হিন্দু সাধারণের সহজ বোধ্য, অভ্যস্ত ভাষায় পরিণত করিয়াহিন্দু সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন । তিনি আজ সর্বপ্রকার নিন্দা ও প্রশংসার অতীত । কিন্তু যে পবিত্র উদ্দেশ্যে তিনি চণ্ডীর মর্ম্মানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এই কাব্য প্রকাশে যদি সেই উদ্দেশ্য তিল মাত্র ও সিদ্ধ হয়, যদি এই কাব্য হিন্দু পরিবারে শাস্তি স্বস্তায়নে ও পূজাপার্বণে বঙ্গ ভাবে পঠিত হয় তবে তাহার

স্বর্গত আত্মা বিশেষ পুলকিত হইবেন সন্দেহ নাই। এ স্থলে তাঁহার পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

শৈল-কিরিটিনী, সগর-কুন্তলা, সবিতমালিনী—চট্টলভূমি কবিপ্রসবিনী। ইহার উত্ত্বঙ্গ গিরিশঙ্ক্রে চন্দ্রশেখর, পূত সলিলা কর্ণকুলী তীরে মেঘসাশ্রম হিন্দু ধর্মের গৌরব পূর্ণ নিদর্শন

“ কর্ণকুলা নদীতর স্নান মাত্রেণ প্রাণিনাং
বিকশং কন্মতেজ্জশ্চ বন্ধতে হি দিনে দিনে ”।

এই পার্শ্বতা মাতার অঙ্কে বাসয়া মাধবাচার্য্য জাগরণ চণ্ডা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি কবি কঙ্কণের পূর্ববত্তা। এ দেশেই ‘মৃগলক্ক’ রচিত হইয়াছিল। এ দেশেই আলোয়াল পদ্মানভা (পদ্মিনী উপাখ্যান) ও সপ্তপয়স্কর রচনা করেন।

ইহা কবিকুল চূড়ামণি নবীনচন্দ্রের জন্মস্থান। এই চট্টগ্রামের অন্তর্গত জোয়ারা গ্রামে ত্রিষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রসিদ্ধ কারয়স্থ বংশে রাধাচরণ রক্ষিত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পারশ্ব ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। কিছু দিন সুখ্যাতির সহিত ওকালতী ব্যবসা করিয়া মুস্কেকার পদ গ্রহণ করেন।

তিনি জনহিতকর অনুষ্ঠানে বহুল অর্থব্যয় করিয়া জোয়ারা গ্রামকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবসর কালে তিনি ধর্মশাস্ত্রা-লোচনা ও কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার পুত্র গিরিশচন্দ্র রক্ষিত একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ। তিনি চট্টগ্রামে সর্ব প্রথম আয়ুর্বেদ ঔষধালয় স্থাপন করেন। তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত মধুরভাষী ও লোকহিতরত। তিনি সৌভাগ্য ঘান পুরুষ এবং লক্ষ্মীর রূপা লাভ করিয়া বহু সদনুষ্ঠানে উপার্জিত অর্থের সদ্যবহার করিতেছেন। বিশেষতঃ তিনি বহুল পরিমাণে পিতামহের কবিসম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

‘চণ্ডিকামঙ্গল’ রচয়িতা অনেক গুলি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এখন সে সকল পাওয়া যাইতেছে না। সৌভাগ্যক্রমে চট্টগ্রামের লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দাস মহোদয় চণ্ডিকামঙ্গল কান্য স্মরণ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ তাহা অবলম্বন করিয়াই এই কাব্য প্রকাশিত হইল। এ জন্ত কবিরাজ মহাশয় আমাদের ধন্যবাদ ভাজন।

আমি গীতার একটা সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছি। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ এই ‘চণ্ডিকামঙ্গল’ কাব্য প্রকাশের সহিত আমার নাম যোজিত করিয়া আমি কৃতার্থ বোধ করিতেছি। কারণ। গীতা ও চণ্ডী আমার জীবনের সম্বল, আমার যৌবনের উপদেষ্টা, বারুক্যের অবলম্বন, আমার শোকে সাহসনা, কষ্টে উৎসাহ, বিপদে সহায়, ক্লান্তির শান্তি, ইহকালের ধর্ম পরকালের আশা, এক কথার আমার জীবনের সর্বস্ব। ইতি—১৩১৮ ৫২৫—

শ্রীযাত্রামোহন দাস ।

ব. সা. প. পু.

উপহৃত তাং ২১-১১-১৯৩১

চণ্ডিকা-মঙ্গল ।

প্রথম অধ্যায় ।

মধুকৈটভ বধ ।



গণেশাদি দেবগণে করিয়া প্রণতি ।
বন্দি পিতা মাতা গুরু যে আছেন ক্ষিতি ॥
সাদুর চরণে এই মাগি উপহার ।
অশুভ্র দেখিলে দোষ ক্ষমিবে আমার ॥
অন্নবুদ্দি হীন জন জ্ঞান অতি হ্রাস ।
চণ্ডিকা মঙ্গল চাহি করিতে প্রকাশ ॥
সবর্ণা উদরে জন্ম সূর্য্যের ঔরসে ।
বলিয়া অষ্টম মনু ষাঁহারে প্রশংসে ॥
ঔঁহার উৎপত্তি কথা কহিব স্বরূপে ।
চণ্ডীর প্রসাদে মনু হইল যেরূপে ॥
সূর্য্য বংশে ছিলেন সুরথ নামে রাজা ।
নিজ পুত্র সমতুল্য পালিতেন প্রজা ॥
কোলার নৃপতিগণ শত্রু হৈল তাঁর ।
অতি ঘোরতর যুদ্ধ হইল দৌহার ॥
কোলার নৃপতিগণ জিনিল সমর ।
স্বীয় পুরে আসিল সুরথ নৃপবর ॥

তাঁর অমাত্যের সনে মিলি রিপুগণ ।
 রাজ্যে আসি ধনাগার করিল লুণ্ঠন ॥
 মৃগয়ার ছলে তবে সুরথ রাজন ।
 বনপথে মনোহুঃথে করিল গমন ॥
 বিবেকী হইয়া রাজা চলি গেল বন ।
 উপনীত হৈল রাজা মেধস আশ্রম ॥
 রাজাকে রাখিল মুনি করিয়া সম্মান ।
 রহিলেক মহারাজা দেখি রম্য স্থান ॥
 মায়ামুগ্ধ মহারাজা হৈয়া খেদ চিত্ত ।
 ধন রাজ্য হারাইয়া খেদ করে নিত্য ॥
 দাস দাসী হয় হস্তী আর পরিজন ।
 আমা ছাড়ি করে অন্ম রাজা উপাসন ॥
 অনেক হুঃখেতে ধন ক'রেছি সঞ্চয় ।
 সেই ধন হুঃষ্টে নিত্য করে অপচয় ॥
 হেন কালে এক বৈশ্য আসিলেক তথা ।
 জিজ্ঞাসিল মহারাজ তুমি কেন এথা ॥
 বৈশ্য বলে নারী, পুত্র ধনের লোভেতে ।
 তাড়িয়াছে সবে মিলি, এসেছি বনেতে ॥
 ধনবান জনক সমাধি মোর নাম ।
 বিবেকী হইয়া ত্যজিয়াছি নিজ ধাম ॥
 কিন্তু সকলের শোকে হ'য়েছি চিন্তিত ।
 রাজা বলে মহাশয় একি বিপরীত ॥
 ধন লোভে যেইজন ঘটা'ল বিচ্ছেদ ।
 সেই পাপিষ্ঠের জন্ত কেন কর খেদ ॥

বৈশ্ব বলে এই কথা সত্য মহাশয় ।
 নির্ভূরতা কোনরূপে অস্তরে না লয় ॥
 কর ষোড়ে বলে রাজা তপোধন স্থানে ।
 চিত্ত স্থির নহে মম এই সব শুনে ॥
 আত্ম জনে বৈশ্বকে ক'রেছে বিড়ম্বন ।
 তবু মায়া নাহি ছাড়ে কিসের কারণ ॥
 বৈশ্ব আমি ছই জন অত্যন্ত দুঃখিত ।
 পাপাত্মাকে মায়া হয় একি বিপরীত ॥
 মুনি বলে এ সংসার মায়ায় কারণ ।
 মায়াতে মোহিত যত পশু পক্ষীগণ ॥
 ক্ষুধাতে যে প্রাণ যায় তাতে নাই জ্ঞান ।
 আপনার ভক্ষ্য দ্রব্য খাওয়ান সন্তান ॥
 মহামায়া হ'তে মায়া হ'য়েছে উৎপত্তি ।
 যোগ নিজারূপে মোহ ক'রেছে শ্রীপতি ॥
 রাজা বলে কহ মুনি কেন তাঁর জন্ম ।
 তাঁহার স্বভাব কহ কি তাঁহার কৰ্ম্ম ?
 মুনি বলে জন্ম মৃত্যু নাহিক তাঁহার ।
 দেব উপকারে আবির্ভাব বারে বার ॥
 যোগ নিজাগত যবে শ্রীমধুসূদন ।
 অনন্ত শয়নে আছে দেব নারায়ণ ॥
 হরির নাভিতে আছে ব্রহ্মা প্রজাপতি ।
 বিষ্ণু কর্ণ হ'তে ছই অক্ষর উৎপত্তি ॥
 শ্রবল মধুকৈটভ অতি দুরাচার ।
 জন্মিয়া উত্তত হ'ল ব্রহ্মা মারিবার ॥

হরি বিনা অশুরের নাহিক সংহার ।
 নিদ্রাতে মোহিত জনার্দন অনিবার ॥
 হরির চক্ষুতে দেবী পাতিল আসন ।
 তিনি না ত্যজিলে নিদ্রা হয় না ভঞ্জন ॥
 একাগ্র হৃদয়ে ব্রহ্মা করেন স্তবন ।
 তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি সংহার কারণ ॥
 তুমি স্বহা তুমি স্বধা তুমি সে ঈশ্বরী ।
 মহামায়া মহামেধা তুমি দেবী গৌরী ॥
 হ্রস্ব, দীর্ঘ, শ্রদ্ধা তুমি, তুমি সে প্রণব ।
 তুমি যে সাবিত্রীদেবী তোমা করি স্তব ॥
 শঙ্খিনী গর্জ্জিনী তুমি শূলিনী চক্রিনী ।
 লজ্জারূপা সৃষ্টিরূপা জগত জননী ॥
 ব্রহ্মার স্তবেতে তুষ্ট হইয়া জননী ।
 নারায়ণ চক্ষু ত্যাগ করে নারায়ণী ॥
 নিদ্রা ত্যাগে জনার্দন হইলেন স্থির ।
 অশুরের সনে যুদ্ধে হইল বাহির ॥
 অক্ষ পঞ্চ সহস্র যে বাহুযুদ্ধ করি ।
 বধিতে না পারে অরি মুকুন্দ মুরারি ॥
 কহিলেন ভগবান অশুরের প্রতি ।
 দোহাকার যুদ্ধে আমি তুষ্ট হই অতি ॥
 বর লও মম-হস্তে হইতে নিধন ।
 অশ্রু বর তোমাদের নাহি প্রয়োজন ॥
 সে মধুকৈটভ বলে এই বর চাহি ।
 বধ কর যথা বারি পূর্ণ নাহি মহী ॥

তবে প্রভু ভগবান শঙ্খ চক্রধারী ।
বধিলা উরুতে দোহে শিরচ্ছেদ করি ॥
ব্রহ্মার স্তবেতে এইরূপে মহাদেবী ।
অস্বরে বধিয়া রক্ষা করিলা পৃথিবী ॥
দেবীর প্রভাব গুন কহি যে সকল ।
তৈরব রক্ষিত রচে চণ্ডিকা মঙ্গল ॥



দ্বিতীয় অধ্যায় ।

মহিষাসুর-সৈন্যবধ ।

মুনি বলে মহিষাসুর শতেক বৎসর ।
ঘোরতর যুদ্ধ করে সহ পুরন্দর ॥
বলবান ছুষ্ঠাসুর দেব পরাজিয়া ।
আপনি হইলা ইন্দ্র দেবতা জিনিয়া ॥
ব্রহ্মা সঙ্গী করিয়া যতেক দেবগণ ।
চলিলেন যথা আছে শিব জনাৰ্দ্দিন ॥
ত্রাসযুক্ত দেবগণ ভয়েতে বিকল ।
অসুরের বৃত্তান্ত যে কহিল সকল ॥
চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র ষম অনিল বরুণ ।
অস্ত্রাত্ম দেবের বৃত্তি নিয়াছে দারুণ ॥
স্বৰ্গ ত্যজি দেবগণ পৃথিবী বেড়ায় ।
বিচরণ করে তথা মনুষ্যের প্রায় ।
সব দেবগণ আসি লইলু শরণ ॥
তার বধ চেষ্টা কর প্রভু নারায়ণ ॥
শুনিয়া এসব, ক্রোধী হ'ল হরিহর ।
বাহির হইল তেজ অগ্নি সমসর ॥
ইন্দ্র আদি দেবতেজ বাহির হইল ।
অলস্ত পৰ্ব্বত সম প্রজ্জ্বলিত হৈল ॥

দেব তেজ তুলনায় নাহিক তাহার ।
 তেজ হ'তে হৈল এক নারীর আকার ॥
 তেজ হ'তে জন্মিলেক সে নারীর মুখ ।
 পরমা স্নন্দরী কণ্ঠা দেখিতে কোঁতুক ॥
 বিষ্ণুতেজে বাহু হৈল, যম তেজে কেশ ।
 চন্দ্রতেজে স্তন, ইন্দ্রতেজে মধ্যদেশ ॥
 উরু জজ্বা নিতম্ব বরণ তেজে হ'ল ।
 ব্রহ্মতেজে ছুই পাদ-পদ্ম যে জন্মিল ॥
 পদাঙ্গুলি রবিতেজে হইল নির্মাণ ।
 বসুর তেজেতে হস্ত অঙ্গুলি প্রমাণ ॥
 কুবের তেজেতে হৈল নাসিকা উদ্ভব ।
 প্রজাপতি হৈতে হ'ল দন্তের সম্ভব ॥
 ত্রিনয়ন জন্মিলেক অগ্নির তেজেতে ।
 সন্ধ্যার তেজেতে ভুরু জন্মিল পশ্চাতে ॥
 বায়ুতেজে দুই কর্ণ হইল সৃজন ।
 অশ্রু দেব হ'তে অবশিষ্টের গঠন ॥
 সকল দেবের তেজে জন্মে ভগবতী ।
 দেবী দেখি দেবগণ হরষিত অতি ॥
 অস্ত্র নাই কি প্রকারে হবে মহারণ ।
 অস্ত্র দিতে পরামর্শ করে দেবগণ ॥
 নিজ শূল হ'তে শিব শূল এক নিয়া ।
 দেবীর দক্ষিণ হস্তে দিল উঠাইয়া ॥
 চক্র হ'তে অশ্রু চক্র বাহিরে ধরে করি ।
 দেবীর হস্তেতে দিল মুকুন্দ মুরারি ॥

বরুণে দিলেন শঙ্খ, শক্তি বৈশ্বানর ।
 মারুতে দিলেন তুণ সহ ধনুঃশর ॥
 বজ্র ঘণ্টা ঐরাবত দিল সুরপতি ।
 যমে দিল কাল দণ্ড বান অম্বুপতি ॥
 ব্রহ্মা কমণ্ডলু প্রজাপতি অক্ষমালা ।
 সব লোমকুপে রশ্মি দিবাকরে দিলা ॥
 কালে দিল খড়্গা চর্ম্ম, মালা দিল হর ।
 ক্ষীরোদ দিলেন হার অজর অম্বর ॥
 আর চূড়ামণি দিল কর্ণের কুণ্ডল ।
 অর্দ্ধচন্দ্র নুপুর যে কেয়ূর নির্ম্মল ॥
 বিশ্বকর্মা দিল অস্ত্র কবচ কুঠার ।
 অতি শোভাময় পদ্ম দিল জলাধার ॥
 হিমালয় সিংহে দিল রত্ন নানা জ্ঞাতি ।
 সুরাপূর্ণ পান পাত্র দিল জলপতি ॥
 মহামণি দিল অনন্তাদি নাগগণ ।
 নাগহার দিল দেবীর গলের ভূষণ ॥
 অগ্নি অগ্নি দেবগণে দিলেন ভূষণ ।
 সম্মান করিল তাঁরে যত দেবগণ ॥
 দেবীর রূপেতে হৈল ভুবন প্রকাশ ।
 অতি উচ্চ শব্দ করে অটু অটু হাস ॥
 অতি ঘোরতর শব্দ উঠিল আকাশ ।
 প্রতি শব্দে হয় যেন সংসার বিনাশ ॥
 ভয় যুক্ত সর্বলোক সিদ্ধ টল মল ।
 জীব জন্তু সহ মহী যায় রসাতল ॥

সবে বলে সিংহ-বাহিনীর হবে জয় ।
 উট্টেঃস্বরে মুনিগণে করে জয় জয় ॥
 তা দেখি মহিষাসুর করয়ে গর্জ্জন ।
 সব সেনাগণে যে যোগায় অস্ত্রগণ ॥
 অস্ত্রের দেখিল দেবী ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে ।
 পদ আছে ভূমিতলে কিরীট গগণে ॥
 শুনিয়া দেবীর মহা ধনুক টঙ্কার ।
 পাতালেতে অনস্তাদি হ'ল চমৎকার ॥
 সহস্র ভুজেতে ব্যাপি আছয়ে সংসার ।
 ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল দৌহার ॥
 অতি শীঘ্র হস্তে দেবী বরিষয়ে শর ।
 অস্ত্র ক্ষেপি অর্ছাদিল দেব দিবাকর ॥
 মৈষাসুর সৈন্ত হ'তে চিঙ্কুরাঙ্ক চলে ।
 চলিল চামর বীর চতুরঙ্গ দলে ॥
 ছয় অযুত রথ লৈয়া উদয়ান্ধ লড়ে ।
 কোটীরথ লৈয়া যুঝে মহাহনু বীরে ॥
 পঞ্চাশ নিযুত সৈন্ত লইয়া সঙ্গতি ।
 যুদ্ধেতে চলিল অসিলোম সেনাপতি ॥
 ছয় কোটি সৈন্ত লৈয়া বাস্কল গমন ।
 সহস্র সহস্র হস্তী পুরুত প্রমাণ ॥
 কোটি কোটি রথী সহ কোটি কোটি সেনা ।
 বিড়ালান্ধ মহাবীর যুদ্ধে দিল হানা ॥
 রথী অশ্ব হস্তী সহ অগ্ন অগ্ন'শুর ।
 দেবীর সহিতে যুদ্ধ করয়ে প্রচুর ।

কোটি কোটি হস্তী ঘোড়া কোটি কোটি রথী ।
 মৈষামুর তার মধ্যে দেখিতে বিকৃতি ॥
 মুষণমুদগর যে তোমর ভিন্দিপাল ।
 শক্তি শূল খড়্গ গদা যুদ্ধ যে বিশাল ॥
 অসুরে মারে শক্তি আর মারে পাশ ।
 দেবী প্রতি খড়্গ মার করিয়া সাহস ॥
 তবে দেবী স্বীয় অস্ত্র করি আকর্ষণ ।
 লীলায় অসুর অস্ত্র করিল ছেদন ॥
 অতঃপর দেবী শীঘ্র করে শর বৃষ্টি ।
 তাহাতে অসুর সৈন্ত পড়ে কোটি কোটি ॥
 শরাঘাতে সৈন্ত নাশ করেন ঈশ্বরী ।
 অতিশয় ক্রোধ করি দেবীর কেশরী ॥
 লক্ষ দিয়া পড়িলেক যথা সৈন্তগণ ।
 সৈন্ত মারে ঘেন বন দহে হতাশন ॥
 বৃক্ষশ্রমে নিশ্বাস ছাড়েন নারায়ণী ।
 সহস্র সহস্র জন্মে ডাকিনী যোগিনী ॥
 জন্ম মাত্র হাতে লয়ে শর ভিন্দিপাল ।
 নাশ করে দৈত্যগণ ঘেন যম কাল ॥
 দেবী শক্তি হানিয়া মারেন দৈত্যগণ ।
 মাতৃগণে শঙ্খধ্বনি করে ঘনে ঘন ॥
 বৃদ্ধ রঙ্গে কেহ কেহ মৃদঙ্গ বাজায় ।
 কেহ নাচে কেহ গীত গায় দীর্ঘরায় ।
 তবে দেবী শূল শক্তি গদা বৃষ্টি করি ।
 খড়্গ হস্তে শত শত অসুর সংহারি ॥

কেহ কেহ ঘণ্টা শব্দে হয় অচেতন ।
 পাশ দিয়া কাহাকে করয়ে আকর্ষণ ॥
 গদাঘাতে বহু সৈন্য হইল নিধন ।
 কেহ কেহ পলাইল দেখি ঘোর রণ ॥
 মূৰল আঘাতে দৈত্য ছাড়য়ে শরীর ।
 নদী শ্রোত মত তথা বহিছে রুধির ॥
 দেবী শূলে বক্ষ ভেদি কেহ ভূমে পড়ে ।
 নিরস্তর যুদ্ধে ভূমি হাহাকার করে ॥
 মাতৃগণ আনন্দনে দৈত্য ছাড়ে প্রাণ ।
 ঘোর নাদে কম্পান্বিত হৈল রণস্থান ॥
 দুই বাহু ছিড়ে কার কার ছিড়ে গলা ।
 কার শির ছিড়ি কার বক্ষ বিদারিলা ॥
 সেনাগণ উরু ভাঙ্গি ভূমিতলে পড়ে ।
 কার বাহুদ্বয় কার এক পদ ছিড়ে ॥
 কার এক চক্ষু খসে কার ছিড়ে শির ।
 এইরূপে দৈত্যগণ হইল অস্থির ॥
 শিরচ্ছেদ হইয়া কবন্ধে করে রণ ।
 দুই হস্তে লইয়া উত্তম শরাসন ॥
 ঋজা শক্তি বাহু অস্ত্র ল'য়ে দুই করে ।
 শির শূন্য কবন্ধ রণেতে নৃত্য করে ॥
 দেবীর রণেতে দৈত্য হইল সংহার ।
 দেবী সৈন্য জয় জয় বলে বায়ে বায় ।
 কাটা রথ হস্তী ঘোড়া দানব সকল ।
 পড়িয়া অগন্য হ'ল মহা রণস্থল ॥

শোণিত ধরায় হ'ল মহানদী প্রায় ।
 কাটা সৈন্ত হস্তী ঘোড়া শ্রোতে ভাসি যায় ॥
 মহা সৈন্তগণ ক্ষয় হইল পলকে ।
 স্নকার্থ পাইয়া যেন দহয়ে পাবকে ॥
 সিংহনাদ করে সিংহ কোপে কম্পবান ।
 সিংহের চিৎকারে দৈত্য হারায় পরাণ ॥
 নাতৃগণ বৃদ্ধ করে অশুর সহিত ।
 বৃদ্ধ দেখি দেবগণ হৈল হরষিত ॥
 স্বর্গে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবতা সকল ।
 অধীন ভৈরব কহে চণ্ডিকা মণ্ডল ॥



তৃতীয় অধ্যায় ।

মহিষাসুর বধ ।

যুদ্ধেতে পড়িল সৈন্য দেখিয়া প্রচুর ।
কোপান্বিত সেনাপতি চিকুর অম্বর ॥
দেবীর উপরে করে শর বরিষণ ।
যেন গিরিশঙ্ক ভাঙ্গে ঘোর প্রভঞ্জন ॥
লীলায় কাটিলা দেবী সহ অস্ত্র তার ।
সারথি সহিত ঘোড়া করিলা সংহার ॥
ধনু কাটি ধ্বজা তার উড়ায় আকাশে ।
ছিন্ন ভিন্ন হৈল অঙ্গ বাণের পরশে ॥
সারথি সহিত ঘোড়া কাটা গেল তার ।
খড়্গহস্তে দ্রুত যায় দেবী মারিবার ॥
সিংহের উপরে করে খড়্গের আঘাত ।
উপনীত হ'ল গিয়া দেবীর সাক্ষাৎ ॥
দেবীর যে বাম ভুজে করিল আঘাত ।
দেবী ভুজে পড়ি খড়্গ ভাঙ্গিল হঠাৎ ॥
কোপে রক্তবর্ণ চক্ষু শূল লৈয়া করে ।
ক্ষেপিলেন শূল ভদ্রকালীর উপরে ॥

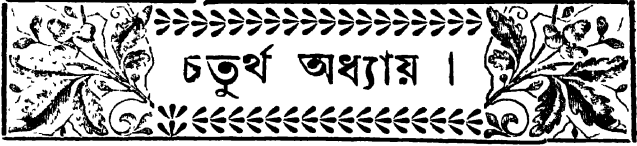
অ'কাশেতে দেখি যেন রবির কিরণ ।
 সেরূপ জ্বাজ্বল্য শূল ঘোর দরশন ॥
 অসুরের শূল দেখি দেবী হানে শূল ।
 দৈত্যশূল শতখণ্ডে হইল নির্মূল ॥
 দেবীশূলে দৈত্য সেনাপতি হ'ল চুর ।
 হস্তীতে চড়িয়া আইল চামর অসুর ॥
 দেবার উপরে শক্তি ক্ষেপিল প্রচণ্ড ।
 দেবীর হৃদয়ে শক্তি হৈল খণ্ড খণ্ড ॥
 শক্তি ভগ্ন দেখিয়া ক্রোধেতে হানে শূল ।
 দেবীবাণে সেই শূল হইল নির্মূল ॥
 তবে সিংহ লক্ষ্য দিয়া উঠে গজপৃষ্ঠে ।
 বাহুবুদ্ধ দুই বীর করে একদৃষ্টে ॥
 হস্তী হ'তে দুই বীর ভূপৃষ্ঠে নামিল ।
 অতিক্রোধে বিপরীত যুদ্ধ আরম্ভিল ॥
 দুই বীরে যুদ্ধ করে অতি চমৎকার ।
 গভীর গর্জনে দৌহে করয়ে প্রহার ॥
 বেগে লক্ষ্মে ছুষ্ঠাসুর উঠিল আকাশে ।
 সিংহ তারে ভূমে পাড়ে অতুল সাহসে ॥
 অগ্নিসম জ্বলে কোপে সিংহ মহাবীর ।
 কামড়ে চামর প্রাণ করিল বাহির ॥
 শিলাবক্ষ ল'য়ে দেবী করি মহারণ ।
 উদয়াক্ষ সেনাপতি করিলা নিধন ॥
 কঠোর চাপড় আর মুষ্টির আঘাতে ।
 করাল অসুর নামে পড়িল ভূমিতে ॥

গদাঘাতে চৌদ্দশত অসুর সংহারি ।
 ভিন্দিপাল শরে দেবী বান্ধলেয়ে মারি ॥
 উগ্রবীৰ্য্যাসুর আর মহাহনু বীর ।
 ত্রিশূল আঘাতে দেবী লইলেন শির ॥
 দেবীর অসির তেজে অসুর বিরাণ ।
 দুস্মুখ দুস্কুল সহ হৈল খান খান ॥
 মহিষাসুরের ক্রমে সেনা হয় হ্রাস ।
 মহিষরূপ ধরে দুষ্ট মনে পায় ত্রাস ॥
 কাহাকে মারয়ে তুণ্ডে কেহ মরে খুরে ।
 কাহাকে লাঙ্গুলে মারে দুশৃঙ্গে বিদারে ॥
 মৈষাসুর অতি বেগে ভ্রমিয়া বাতাসে ।
 কুমারের চক্রসম সৈন্ত পড়ে ত্রাসে ॥
 মৈষাসুর নাসা হ'তে শ্বাস বাহিরায় ।
 শ্বাসের বাতাসে সেনা ভূমেতে গড়ায় ॥
 মারিয়া বিস্তর সৈন্ত সিংহ প্রতি ধায় ।
 দারুণ প্রহার করে কেশরীর গায় ॥
 তাহা দেখি ক্রোধ হ'ল দেবী ভগবতী ।
 দেখি ঘুরে মৈষাসুর বিদারয়ে ক্ষিতি ॥
 অতি ঘোরতর শব্দে আক্ষালন করি ।
 দুই শৃঙ্গে উপাড়য় অতি উচ্চ গিরি ॥
 ভ্রমণের বেগে গিরি করে টল মল ।
 লাঙ্গুল তাড়নে কাঁপে সমুদ্রের জল ॥
 দুই শৃঙ্গে বিদারয়ে পর্বত প্রচণ্ড ।
 বাতাসে উড়ায় যেন মেঘ খণ্ড খণ্ড ॥

ছুরাচার মৈষাসুর নিশ্বাস বাতাসে ।
 পৰ্ব্বত সহস্র শত উড়ায় আকাশে ॥
 অগ্নিসম ক্রোধ হ'য়া আসে মৈষাসুর ।
 দেখিয়া চণ্ডিকা ক্রোধ করিলা প্রচুর ॥
 পাশ অস্ত্র ছাড়ি দেবী করিলা বন্ধন ।
 রণস্থলে ছাড়িলেক মহিষ-বরণ ॥
 ছুরাচার মৈষাসুর করে নানা মায়া ।
 স্বরূপ ত্যজিয়া শীঘ্র ধরে সিংহকায়া ॥
 পুনর্বার হ'ল হুঁষ্ট মনুষ্য শরীর ।
 অস্ত্রাঘাতে দেবী তাকে করেন অস্থির ॥
 খড়্গ চর্ম্ম ক্ষেপে দেবী করিতে সংহার ।
 পুনর্বার ধরিলেক হস্তীর আকার ॥
 শুণ্ড বিস্তারিয়া সিংহ করে আকর্ষণ ।
 ঘোরতর শব্দে সিংহ করয়ে গর্জ্জন ॥
 খড়্গ চর্ম্মে নিবারণ করিলা পার্শ্বতী ।
 পুন ধরিলেক হুঁষ্ট মহিষ আকৃতি ॥
 কাতরেতে ত্রিভুবনবাসী কম্পবান্ ।
 অতি ক্রোধে ভগবতী সুরা করে পান ॥
 পুনঃ পুনঃ পান করি অটু অটু হাসে ।
 অরুণ বরণ চক্ষু ভুবনে প্রকাশে ॥
 এই অবকাশে নৃত্য করে মৈষাসুর ।
 বলবীৰ্য্য উর্দ্ধগামী হইল প্রচুর ॥
 হুই শৃঙ্গে উপাড়িয়া পৰ্ব্বত শিখর ।
 চণ্ডিকা উপরে হানিলেক দৈত্যবর ॥

দেখিয়া চণ্ডিকাদেবী আইসে পর্কিত ।
 প্রথর অস্ত্রেতে তারে করে চূর্ণশত ॥
 চণ্ডী বলে শুন ওহে ছুষ্ট ছুরাচার ।
 কেন মদমত্ত হ'য়া কর অহঙ্কার ॥
 গোরবেতে হ'য়ে রত করহ গর্জন ।
 তোমার নিধনে গর্জিবেক দেবগণ ॥
 অতঃপর লক্ষ্ম দিয়া দেবী ভগবতী ।
 মৈষাসুর পৃষ্ঠে দেবী হইলেন স্থিতি ॥
 পদভরে চাপিয়া ধরিল কণ্ঠ তার
 শূল দ্বারা নানাবিধ করিল প্রহার ॥
 শূলের তাড়না আর চরণের ভার ।
 অতি যন্ত্রণাতে মুখ করিলা বিস্তার
 মুখ হ'তে অর্দ্ধপুরুষ বাহির হইল
 দেবীর বাণেতে তার মুখ সম্বরিল ॥
 অর্দ্ধ বিকাশিয়া যুদ্ধ করে বিপরীত
 দেবীর অসিতে শির পড়িল ভূমিতা
 হাহাকার শব্দ করি দৈত্যসৈন্য ধায় ।
 নাশ হবে ভয়ে দিগ্দিগন্তরে যায় ॥
 আপদ খণ্ডনে . হর্ষ হ'ল দেবগণ ।
 দেবী পাদপদ্মে সবে করয়ে স্তবন ॥
 গাইছে গঙ্কর্ষ নাচে অম্বরা সকল ।
 অধীন ভৈরবে রচে চণ্ডিকা-মঙ্গল ॥





দেবগণের স্তুতি ।

ত্রিপদী ।

নৈবাস্থর পড়ে রণে, ইন্দ্র আদি দেবগণে,
চণ্ডিকার করে নানা স্তুতি ।
অতি ভক্তি নহ্ন শিরে, লোটাইয়া ক্ষিতি পরে,
কর বোড়ে স্তবয়ে পার্কীতী ॥
তুমি দেবী বট জয়া, তুমি দেবী মহামায়া
তুমি জগতের আদ্যাশক্তি ।
তুমি বিনা শক্তি নাই, তুমি নিখিলের আই,
দেব ঋষি পূজে করি ভক্তি ॥
ভক্তে নমস্কার করে, স্মখে রাখ তা সবারে,
তুমি দেবী জগতের মাতা ।
তোনার প্রভাব অতি, হরিহর প্রজাপতি,
কহিবারে নাহিক ক্ষমতা ॥
তুমি পৃথিবী রক্ষিণী, ভয় হরা নারায়ণী,
ভক্তের তুমি হে জ্ঞানদাতা ।
লক্ষ্মী সৃজনের ঘরে, অলক্ষ্মী পাপীর পুরে,
বুদ্ধিরূপে ধীর দেহে স্থিতা ॥

শত শ্রদ্ধা মা স্বরূপা, কুলীনের লজ্জা রূপা,
 বহু শ্রমে রাখিয়াছ ক্ষিতি ।
 হীন বুদ্ধি কি কহিব, অতুল মহিমা তব,
 সর্ব গুণময়ী ভগবতী ॥
 রূপা কর মুঢ় জানি, দয়া রূপে মা জননী
 কহিবারে শক্তি আছে কার ।
 তব বলবীৰ্য্য অতি, বিস্তর অসুর ঘাতি,
 যুদ্ধেতে সূচরিত্র তোমার ॥

পয়ার ।

দেবাসুর জীব যত আছেয়ে সংসার ।
 কহিতে না পারে তব চরিত্র অপার ॥
 জগত রক্ষার্থে তুমি ত্রিশূল ধারিণী ।
 নারায়ণ প্রকাশিতে না পারে আপনি ॥
 সর্বভূতে প্রদত্ত যে করিছ স্বঅংশ ।
 পরব্রহ্ম হও তুমি নাহি তব ধ্বংস ॥
 স্বহা উচ্চারণে যজ্ঞে তৃপ্তি দেবগণ ।
 সেই স্বহা নাম দেবী করে'ছ ধারণ ॥
 স্বধা তোমার নাম করে উচ্চারণ ।
 তাতে অতিশয় তুষ্ট যত পিতৃগণ ॥
 মোক্ষ পদ হেতু তুমি মহিমা অপার ।
 জিতেন্দ্রিয় জনে তব না পার তোমার

মুখ্য পদ আকাজ্কিত আছেয়ে সমস্ত ।
 তবগুণে তা সবার দোষ হয় অস্ত ॥
 তুমি বৃদ্ধা ভগবতী প্রকৃতি প্রধান ।
 ঋক্যজুসাম তিন বেদের প্রমাণ ॥
 তুমি মেধা অখিলের তুমি শাস্ত্রাগার ।
 হ্রলজ্য সাগরে তুমি একা কর্ণধার ॥
 লক্ষ্মীরূপে বিষ্ণুরূপে তোমার যে বাস ।
 তুমি গৌরী, ললাটেতে চন্ডের প্রকাশ ॥
 ঈষৎ হাশ্র মুখ তব অত্যন্ত নিশ্চল ।
 সূবর্ণ সদৃশ বর্ণ করে ঝলমল ॥
 দেখিয়া দেবীর ক্রোধ ক্রকুটি বদন ।
 পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদিত গগণ ॥
 হ'য়ে ছিল ক্রোধ তবু পূর্ণচন্দ্র মুখ ।
 দেখি তাহা অসুরের কেঁপেছিল বুক ॥
 প্রাণ ত্যজে মৈষাসুর দেখিয়া বদন
 কে বাঁচে দেখিয়া দেবীর ক্রোধের বরণ ॥
 প্রসিক্ত প্রসন্ন দেবী ভুবন প্রকাশ ।
 তুমি যারে কর ক্রোধ সমূলে বিনাশ ॥
 সাক্ষাতে দেখিয়া জ্ঞান পে'য়েছে সকল ।
 হরিয়াছ বীর মৈষাসুর বীৰ্য্য বল ॥
 ভগবতী যার প্রতি সদায় প্রসন্ন ।
 জন্মিয়াছে পৃথিবীতে তারে বলি ধন ॥
 ধনী মধ্যে গণ্য সেই মাশ্র অতিশয় ।
 কোন মতে তার বংশ নাহি হয় ক্ষয় ॥

যার প্রতি দয়া তুমি কর মহামায় ।
 ধার্মিক পণ্ডিত বলি তারে কথা যায় ॥
 তুমি স্নেহসন্ন যারে সেই ষায় স্বর্গে ।
 ত্রিলোকের ফল দেবী তব হ'তে ভোগে ॥
 বিষম সঙ্কট পথে থাকিয়া যে প্রাণী ।
 পরিত্রাণ পায় তার স্মরি নারায়ণী ॥
 স্থির চিত্তে যেই জনে স্তবয়ে পার্বতী ।
 তারে দেবী প্রদান করয়ে শুভ ইতি ॥
 তুমি বিনা হৃষ্ট চিত্ত আছে কোন জন ।
 দরিদ্রের হুঃখ দেবী করিতে হরণ ॥
 হৃষ্ট বধে হইল সৃষ্টির উপকার ।
 তব হস্তে মরি হৃষ্ট হইল উদ্ধার ॥
 দেবী কোপদৃষ্টে কেবা না হয় নিধন ।
 নিধন হইলে স্বর্গ পায় সেই জন ॥
 সংগ্রামেতে মৃত্যু হ'লে স্বর্গপুরে যায় ।
 সে কারণে অস্ত্র ধরি বধে মহামায় ॥
 শূল হস্তে আমা সবে রক্ষহ ঈশ্বরী ।
 পতিত পাবনী রক্ষ হ'য়া খড়্গধারী ॥
 ঘণ্টার শব্দেতে রক্ষা কর দেবী জয়া ।
 ধনুর টঙ্কারে রক্ষা কর মহামায় ॥
 পূর্ব পশ্চিম রক্ষ হ'য়া অমুকুল ।
 দক্ষিণ উত্তর রক্ষ ভ্রমাইয়া শূল ॥
 যথা শাস্ত্ররূপে তুমি কর চলাচল ।
 স্নেহে বঞ্চে সেই দেশবাসী যে সকল ॥

আমাদের অভিলাষ সেইরূপ ধরি ।
 ত্রিভুবন রক্ষা কর জগত ঈশ্বরী ॥
 খড়্গা শূল গদা আদি মুষল মুগদর ।
 দেখি রিপুগণ ভয়ে কাঁপে থর থর ॥
 সেই সব অস্ত্র ল'য়া জগত জননী ।
 আমা সবে রক্ষিতেছ দেবী নারায়ণী ॥
 মুনি বলে শুন ওহে সুরথ রাজন ।
 এইরূপ স্ত ত করে যত দেবগণ ॥
 লইয়া কুমুম পুষ্প ধূপ দীপ সনে ।
 অর্চিলা জগদীশ্বরী যত দেবগণে ॥
 কহিল দেবের প্রতি দেবী ভগবতী ।
 তোমাদের স্তবে আমি তুষ্ট হই অতি ॥
 যেই ইচ্ছা বর চাহ আমার নিকটে ।
 বরপ্রদা হব আমি কহি অকপটে ॥
 দেবগণে বলে বর পেয়েছি প্রচুর ।
 ত্রাণ যবে করিবাছ ববিয়া অসুর ॥
 আর যদি বর দিবে ওহে মহেশ্বরী ।
 স্মরণেতে তুষ্ট হ'তে লইবে উদ্ধারি ॥
 যেই ভক্ত ডাকে তোমা বিনয় বচনে
 দারা পুত্রে বাড়াইয়া রাখ ধন জনে ॥
 আশ্রয় হিত সংসারের হিতের কারণ ।
 দেবগণ ভক্তি ভাবে করে নিবেদন ॥
 তথাস্ত বলিয়া দেবী হ'ল অন্তর্দান ।
 মুনি বলে শুনহ সুরথ জ্ঞানবান ॥

জগতের করিবারে যত হিত কৰ্ম্ম ।
দেবগণ অঙ্গ হ'তে হইলেন জন্ম ॥
শুভ আদি দৈত্যগণ করিয়ে নিধন ।
উপকার পায় যত দেব নরগণ ॥
বিস্তারিয়া কহিলাম শুনহ সকল ।
শ্রীভৈরব দাসে কহে চণ্ডিকা মঙ্গল ॥



পঞ্চম অধ্যায় ।

রাজ্য সংবাদ ।

মুনি বলে গুন রাজ্য দেবীর চরিত্র ।
অবধান কর ভূপ হইয়া পবিত্র ॥
গুপ্ত নিগুপ্ত দৈত্য ছিল দুইজন ।
ইন্দ্রের সহিতে করিগেক মহারণ ॥
মদে মত্ত হুষ্ঠাসুর অস্ত্রে করি বল ।
ত্রৈলোক্যের যত কিছু হরিল সকল ॥
সূর্য্যের সূর্য্যত্ব নিল ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ।
কুবেরের কৰ্ম্ম লয় যমের যমত্ব ॥
বরুণের বৃত্তি লয় চন্দ্রের চন্দ্রত্ব ।
পবন অগ্নির বৃত্তি নিল হস্বে মত্ত ॥
হুষ্ঠ সে অসুর জাতি নাহি জ্ঞান ধৰ্ম্ম ।
হরিলেন দেবতার যার যেই কৰ্ম্ম ॥
রাজ্য ত্যাগি যুদ্ধে পরাজিত দেবগণ ।
ব্যাকুলিত হাগ্রাইয়ে স্বীয় স্বীয় ধন ॥
ভয়ে কম্পবান দেব নাহিক উপায় ।
অসুরের ভয়ে স্মরে দেবী মহামায় ॥
পড়েছি আপদে দেবী হও সুপ্রকাশ ।
কৃপা করি আপদ মা করহ বিনাশ ॥

এই যুক্তি করি দেব চলিল সঙ্ঘর ।
 বধা আছে হিমালয়ে পর্বত ঈশ্বর ॥
 বিবিধ প্রকারে করে দুর্গারে স্তবন ।
 অস্তুর আপদ হ'তে করহ রক্ষণ ।
 নম মাতা মহাদেবী শিবের ঘরনী ॥
 তুমি দীপ্তি তুমি চন্দ্রমুখী নারায়ণী ।
 তুমি বিদ্যা তুমি বুদ্ধি তুমি সে কল্যাণী ॥
 তুমি মা সর্বানী লক্ষ্মী পতিত পাবনী ॥
 তুমি দুর্গা নাম ধর দুর্গতি নাশিনী ॥
 খাতা কৃষ্ণা ধূমাবতী নম কাতায়নী ॥
 শাস্ত্র মূর্ত্তি রৌদ্ররূপা মহেশ গৃহিনী ।
 তুমি মা প্রতিষ্ঠা দেবী জগত জননী ॥
 যেই দেবী বিষুমায়া সর্বঘটে স্থিতি ।
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥
 যে দেবী চৈতন্যরূপে সর্বঘটে স্থিতি ।
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥
 কুধারূপে যেই দেবী সর্বঘটে স্থিতি ।
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥
 ছাষারূপে যেই দেবী সর্ব ঘটে স্থিতি ।
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥
 শক্তিরূপে যেই দেবী সর্ব ঘটে স্থিতি ।
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥
 যেই দেবী সর্ব ঘটে তৃষ্ণারূপে স্থিতি ।
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥

যেই দেবী সৰ্ব্ব ঘটে ক্ষান্তিরূপে স্থিতি ।
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥
 যেই দেবী সৰ্ব্ব ঘটে লজ্জারূপে স্থিতি ।
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥
 যেই দেবী সৰ্ব্ব ঘটে শান্তিরূপে স্থিতি ।
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥
 যেই দেবী সৰ্ব্ব ঘটে শ্রদ্ধারূপে স্থিতি ।
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥
 যেই দেবী সৰ্ব্ব ঘটে কান্তিরূপে স্থিতি ।
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥
 যেই দেবী সৰ্ব্ব ঘটে লক্ষ্মীরূপে স্থিতি ।
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥
 যেই দেবী সৰ্ব্ব ঘটে বৃত্তিরূপে স্থিতি ।
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥
 যেই দেবী সৰ্ব্ব ঘটে তুষ্টিরূপে স্থিতি ।
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥
 যেই দেবী সৰ্ব্ব ঘটে স্মৃতিরূপে স্থিতি ।
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥
 দেই দেবী সৰ্ব্ব ঘটে দয়ারূপে স্থিতি ।
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥
 যেই দেবী সৰ্ব্ব ঘটে মাতারূপে স্থিতি ।
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥
 যেই দেবী সৰ্ব্ব ঘটে ভ্রান্তিরূপে স্থিতি
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥

ইন্দ্রিয়েতে অধিষ্ঠান যেই ভগবতী ।
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥
 নিত্য অখিলের ভূতে যেই দেবী স্থিতি ।
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥
 চিত্তরূপে যেই দেবী সর্ব্ব যটে স্থিতি ।
 নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি ॥
 মহিষাসুর বধ কালে ইন্দ্র আদি দেব ।
 বিবিধ প্রকারে তোমা করিয়াছে স্তব ॥
 শুভ হেতু সানুকুল হও মা ঈশ্বরী ।
 শুভদান কর মাতা আপদ সংহারি ॥
 এই মন্ত্রে স্তব করে দেবতা সকল ।
 মান হেতু যায় দেবী জাহ্নবীর জল ॥
 কহিলেন ভগবতী শুন দেব সব ।
 কি কারণে তোমা সবে আম' কর স্তব ॥
 কথোপকথনে, ভগবতী দেহ হ'তে ।
 উদ্ভব হইল এক দেবী আচম্বিতে ॥
 ৷কিয়া বলেন দেবী যত দেবগণে ।
 নিরস্ত হ'য়েছ' সবে শুস্ত দৈত্য রণে ॥
 নিশুস্ত করিছে তোমা সবে পরাজয় ।
 অপমানে স্তব কর আসি হিমালয় ॥
 যে দেবী বাহির হ'ল পার্কতী হইতে ।
 কৈশিকী তাঁহার নাম রহিল জগতে ॥
 নির্গতে কৈশিকী দেবী কাল বর্ণ হ'ল ।
 কালিকা তাঁহার খ্যাতি জগতে রহিল ॥

মনোহর রূপে দশদিক বল মল ।
 রহিল কৈষিকী দেবী ঘুড়ি হিমাচল ॥
 চণ্ড মুণ্ড হুই দৈত্য শুভ্র অহুচর ।
 যাতায়াত করে তারা দেশ দেশান্তর ॥
 দেবীকে দেখিয়া চণ্ড মুণ্ড হুই চর ।
 শীঘ্র জ্ঞানাইল গিয়া রাজার গোচর ॥
 এক রমা দেখিলাম সুন্দরী নিশ্চল ।
 তাঁর রূপে হিমালয় করে বল মল ॥
 নাহি জানি সেই বামা কাহার রমণী ।
 ভুবনমোহিনী রূপ গুন নৃপমণি ॥
 তব্ব লও মহারাজ হয় কার নারী ।
 অবিলম্বে দেখ গিয়া পরমা সুন্দরী ॥
 কর যত্ন নারী রত্ন কি কব অধিক ।
 সে নারীর রূপে দীপ্তি করে দশদিক ॥
 এমত আশ্চর্যরূপ দেখ নাই আমি ।
 দেখিলে মোহিত হবে যদি দেখ তুমি ॥
 গজ অশ্ব মণি আদি রত্ন আছে যাহা ।
 সংসারের যত দ্রব্য আনিয়াছ তাহা ॥
 পারিজাত পুষ্প গজরত্ন ঐরাবত ।
 পুরন্দর হ'তে দ্রব্য আনিয়াছ যত ॥
 উচ্চৈশ্রবা ঘোটক দিয়েছে পুরন্দরে ।
 ব্রহ্মার যে হৃত রথ আছে তব ঘরে ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল যে তব পরাজিত ।
 তব নাম উল্লেখতে সবে হয় ভীত ॥

কুবের হ'তে আনিয়াছ মহা-দ্রু নিধি ।
 পদ্মমালা কেশর দিয়েছে জলনিধি ॥
 বক্রণের স্বর্ণছত্র ক'রেছ ধারণ ।
 তব বল বীর্য্য রাজা ব্যস্ত ত্রিভুবন ॥
 আনিয়াছ বহুদ্রব্য হ'তে দেবগণ ।
 দণ্ড আদি মহা অস্ত্র জিনিয়া শমন ॥
 বক্রণের অস্ত্র আছে তোমার মন্দিরে ।
 তুমি করে ভয় কর সংসার ত্রিতরে ॥
 সমুদ্রেতে যত দ্রব্য হ'য়েছে উৎপত্তি ।
 তোমার ঘরেতে সব আছয়ে নৃপতি ॥
 অনলে না হয় দগ্ধ এমত রতন ।
 চক্রে তোমা দিয়াছেন স্তন হে রাজন ॥
 সংসারের যত ধন করিছ হরণ ।
 এই নারী রত্ন কেন না কর হণ ॥
 চণ্ড মুণ্ড কথা শুনি দৈত্যের ঈশ্বর ।
 ভাকিয়া স্নগ্ৰীব দূত আনিল সহর ।
 দৈত্যপতি বলে তারে হইয়া চঞ্চল ।
 যে প্রকারে রত হয় কহিবে সকল ॥
 চলিলেক দূত যেই পর্ব্বতে কামিনী ।
 কহিলেক সব কথা মধুরসবাণী ॥
 দূতে বলে স্তন দেবী আমার বচন ।
 ত্রৈলোক্য ঈশ্বর শুভ জানে সর্ব্বজন ॥
 যম প্রতি হইয়াছে রাজার আদেশ ।
 প্রকাশ করিয়া কহি স্তনহ বিশেষ ॥

সৰ্ব দেবগণ হ'তে শুভ সে প্রধান ।
 মহারাজ চক্রবর্তী কহি তব স্থান ॥
 মহা বলবান রাজা ত্রৈলোক্য ঈশ্বর ।
 সৰ্ব দেবগণ বশীভূত আর নর ॥
 যজ্ঞ ভাগ ভিন্ন ভিন্ন ক'রেছে ভক্ষণ ।
 তাঁর ঘরে ত্রৈলোক্যের আছে যত ধন ॥
 সমুদ্র মথনে যত জন্মিয়াছে ধন ।
 গজ রত্ন অশ্ব আনে ইন্দ্ৰের বহন ॥
 স্ত্রীরত্ন বালিয়া তোমা কহে লোক সবে ।
 আমাদের রাজ্যী হ'লে রত্ন ভূষণ হবে ॥
 রাজা কিংবা অনুজ নিশ্চিন্ত বীরমণি ।
 একেই ভজন কর কমল নয়নী ॥
 যদি তুমি তাঁর ঘরে করহ গমন ।
 দাস সম দেবগণে করিবে সেবন ॥
 তাঁহাকে ভজিলে দেবী হবে বহু সুখী ।
 সঙ্কর চলহ আমা সঙ্গে চক্রমুখী ॥
 দূতবাক্য অবগত হইয়া ভবানী ।
 কোপ ত্যজি ধৈর্য্য ধরি কহে রস বাণী ॥
 ওহে দূত ! বাহা কহ মিথ্যা কিছু নহে ।
 ত্রিভুবন কর্তা শুভ সৰ্বলোকে কহে ॥
 নিশ্চিন্ত বে মহাবীর জানে জগজ্জন ।
 আমি শিশুকালে এক করিয়াছি পণ ॥
 অন্নবুদ্ধি শিশুকালে করিয়াছি পণ ।
 শ্রবণ করহ দূত কহি বিবরণ ॥

যে আমায় যুদ্ধে জ্বিনে করি মহারণ ।
 যেই জনে মম দর্প করিবে ভঞ্জন ॥
 মম প্রতিষোগী দূত যেই জন হয় ।
 সেই বীর মম পতি হইবে নিশ্চয় ॥
 চল যাও দূত তুমি কহ শুভ বীরে ।
 পাণ্ডুগ্রহ করে যেন জ্বিনিয়া সমরে ॥
 দূত বলে গুণিলাম বড় বিপরীত ।
 তোমার বাক্যেতে দেবী না জন্মে প্রতীত ॥
 কখন ও দেখি, শুনি নাই ত্রিভুবনে ।
 যুদ্ধে জয়ী হবে শুভ নিশ্চয়ের সনে ॥
 অগ্র অগ্র দৈত্য আর দেবে করে রণ ।
 ভয়েতে কাতর সব রাজার সদন ॥
 পুরুষ দাড়াতে নারে যাঁহার সাক্ষাতে ।
 তুমি নারী হ'য়া দাঁড়াইবে কোন মতে ॥
 যদি নাহি যাও তুমি করিয়া গৌরব ।
 চূলে ধরি নিয়া যাব করিয়া লাঘ ॥
 দেবী বলে জানি আমি শুভ বলবান ।
 সেরূপ নিশ্চয় হয় বীরের প্রধান ॥
 পূর্বে আমি এই মত করিয়াছি পণ ।
 কেমনে করিব আমি এক্ষণে হেলন ॥
 মম বার্তা ল'য়ে যাও রাজার গোচর ।
 কার্য উপযুক্ত বুঝ করেন সত্বর ॥



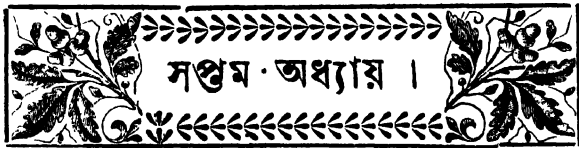
ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ধুব্রলোচন বধ ।

দেবী বাক্য শুনি দূত অতি ক্রোধ করি ।
রাজার সাক্ষাতে গিয়া কহিল বিস্তারি ॥
দূত বাক্যে ক্রোধ রাজা হইল প্রচুর ।
ডাকিয়া আনিল ধুব্র লোচন অম্বর ॥
হে ধুব্রলোচন যাও সৈন্ত সঙ্গে করি ।
বলে আন সে ছুষ্ঠী বামার কেশে ধরি ॥
তার রক্ষা হেতু যদি আসে কোন জন ।
প্রাণে মার যক্ষ কি গন্ধৰ্ব দেবগণ ॥
রাজার আদেশে তবে সেই সেনাপতি ।
ছয় অযুত সৈন্ত ল'য়া যুদ্ধে করে গতি ॥
যাইয়া দেখিল চণ্ডী পৰ্বতেতে স্থিতি ।
কহিতে লাগিল বীর চণ্ডিকার প্রতি ॥
পৰ্বতে যে থাকা তব উপযুক্ত নয় ।
আস উপযুক্ত স্থানে শুভের আলয় ।
সহজে না যাও যদি শুনহে সুন্দরী ।
রাজার আদেশে তোমা নিব কেশে ধরি ॥

দেবী বলে ত্যাগ কর সেই অহঙ্কার ।
 বলে ধরি নিতে নাই ক্ষমতা তোমার ॥
 তাহা শুনি দেবীকে মারিতে হুরাচার ।
 যাইতে দেখিয়া দেবী মারিল হঙ্কার ॥
 হঙ্কার হইল ভয় সেই মহাবীর ।
 অস্ত্রা অগুরগণ হইল আস্থর ॥
 অবশিষ্ট সৈন্য যত রহিল তাহার ।
 ধোর শব্দে সব সৈন্য করে মহামার ॥
 ক্রোধে অতি কম্পবান ধোর নাদ করি ।
 সৈন্য মধ্যে লক্ষ দিয়া পড়িল কেশরী ॥
 হস্তেঃ প্রহারে বহু সৈন্য কর চূড় ।
 দুই ওষ্ঠে বিদারিয়া মারয়ে অস্থর ॥
 উদর বিদারে নখে সিংহ মহাবীর ।
 চাপড় আঘাতে কার চূর্ণ করে শির ॥
 দস্তাঘাতে বহু সৈন্য বধয়ে সমরে ।
 বক্ষ বিদারিয়া কার রক্তপান করে ॥
 দেবা আর সিংহ অতিশয় ক্রোধ হ'য়া ।
 ক্ষণেকে কারল নাশ সকল বধিয়া ॥





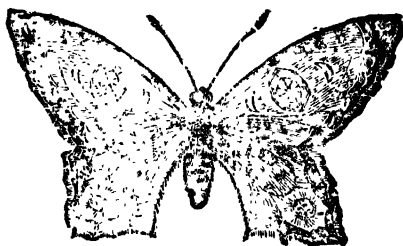
চণ্ডমুণ্ড বধ ।

ধুম্রলোচনের বধ শুনি দৈত্যরাজ ।
বড় ক্রোধ হৈল তার অগ্নিসম তেজ ॥
ক্রোধে মত্ত দৈত্যরাজ কাঁপয়ে অধর ।
ডাক দিলে চণ্ড মুণ্ড আনিল সত্তর ॥
যাও চণ্ড মুণ্ড যুদ্ধে বহু সৈন্য ল'য়া ।
হিমালয়ে গিয়া রামা আনহ ধরিয়া ॥
অতি শীঘ্রগতি যাও ওহে বাছাধন ।
ধরিয়া আনহ কত করি মহারণ ॥
প্রাণপণে যুদ্ধ করি দেবী সৈন্য মারি ।
তাহাকে ধরিয়া আন মারিয়া, কেশরী ॥
রাজার আদেশে চণ্ডমুণ্ড চলি যায় ।
চতুরঙ্গ সৈন্য ল'য়া যুদ্ধ মুখে ধায় ॥
দেখে, ভগবতী মুখে অট্ট অট্ট হাস ।
সিংহ পৃষ্ঠে মহামায়া দেখিতে প্রকাশ ॥
চতুর্দিকে অস্ত্রধারা হইয়া বেষ্টিত ।
চণ্ডমুণ্ড মহাবীর যুদ্ধে উপস্থিত ॥

শক্রকে দেখিয়া দেবী অতি ক্রোধ মন ।
 কোপে কালবর্ণ তাঁর হইল বদন ॥
 ললাট হইতে জন্মে করাল বদনা ।
 খড়্গহস্তা নরমুণ্ডা মাধ্যবিভূষণা ॥
 অতি ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান ।
 দেখে লোমহর্ষ হয় আর কাঁপে প্রাণ ॥
 লোল জিহ্বা ভয়ানক বিস্তার বদন ।
 রক্ত জবা সমতুল্য লোহিত লোচন ॥
 সে চক্ষু তেজেতে দগ্ধ হয় দৈত্যগণ ।
 সৈন্তগণ ক্রমে ক্রমে করয়ে ভক্ষণ ॥
 হস্তী ঘোড়া যত ছিল হাজারে হাজার ।
 রথধ্বজ সহ দেবী করেন আহার ॥
 এক হস্তে ধরি দেবী মুখেতে ফেলায় ।
 দৈত্যেরে ভক্ষিয়া দেবী উদর ভরায় ॥
 যোদ্ধাগণ অশ্বরথ সারথি সহিত ।
 একিকালে ক্ষেপে দেবী মুখে আর্চস্থিত ॥
 ভয়ঙ্করা ভগবতী দেখে লাগে ভয় ।
 মাহত সহিত হস্তী চিবাইয়া ক্ষয় ॥
 কাহার কেশেতে ধরে কার ধরে গলে ।
 পদে আকর্ষিয়া কারে ফেলে ভূমিতলে ॥
 তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অস্ত্র যত ছাড়ে দৈত্যগণ ।
 অবিলম্বে গ্রাসে তাহা করিয়ে চর্কণ ॥
 রণে আদিয়াছে যত অশ্বরের সেনা ।
 ভক্ষণ করেন দেবী করিয়া তাঁড়না ॥

দেবীর অসির ঘায়ে জীবন হারায় ।
 দস্তুর আঘাতে কেহ চূর্ণ হ'য়া যায় ॥
 ক্রণেকের মধ্যে সেই অম্মুরের দল ।
 নিপাত করিল দেবী বধিয়া সকল ॥
 চণ্ডবীর দেখি কালী অতি ভয়ঙ্কর ।
 ভীমা মূর্তি হ'য়ে দেবী বরিষয়ে শর ॥
 চক্র দ্বারা বিধুমুখী দেবী মহামায় ।
 সহস্র সহস্র মুণ্ড ছেদিয়া ফেলায় ॥
 মেঘের উদরে যেন রবির প্রকাশ ।
 ভয়ঙ্কর নাদ করে অ অট্ট হাস ॥
 করাল বদনা দেবী দন্ত জ্বলে অতি ।
 ধোরতর শব্দে রসাতলে যায় ক্ষতি ॥
 সিংহ চাঁড় কানী যায় যথা চণ্ডবীর ।
 কেশে ধরি অসি মারি কাটিলেন শির ॥
 চণ্ডক বধিয়া দেবী মুণ্ড প্রাতি শায় ।
 ক্রোধে খড়্গা মুণ্ড দুই খণ্ড করি যায় ॥
 চণ্ড মুণ্ড দুই বীর পড়িল দেখিয়া ।
 আতংগে ভগ্ন সৈন্য যায় পলাইয়া ॥
 চণ্ড মুণ্ডের শির লৈয়া ভগবতী ।
 অট্ট অট্ট হাসি কহে চণ্ডিকার প্রতি ॥
 আজি রণস্থলে মহা করিয়া সমর ।
 বধিয়াছি চণ্ড মুণ্ড স্বসৈন্তে সমর ॥
 মহাধ্বজ কর তুমি হ'য়া সাবধান ।
 গুপ্ত অ'র নিশ্চিন্তের তুমি লও প্রাণ ॥

চণ্ডী বলে চণ্ডমুণ্ড করে'ছ নিধন ।
চামুণ্ডা ভোমার প্যাতি থাকিবে ভূবন ॥
পড়িলেক চণ্ডমুণ্ড দেবে করে স্বব ।
চণ্ডিকা-মঙ্গল কহে অদ্বীন ভৈরব ॥



অষ্টম অধ্যায়

রক্তবীজ বধ ।

চণ্ডমুণ্ড বধ শুনি দৈত্যের চক্ষর ।
 তর্জন গর্জন করে অতি ভয়ঙ্কর ॥
 অতি ক্রোধচিহ্ন হ'ল শুভ্র বলবান ।
 আদেশিল সর্ব সৈন্য হও আগ্রযাণ ॥
 দৈত্যগণপ্রতি আজ্ঞা করে দৈত্যেশ্বর ।
 সব অহ-পারী যুদ্ধে চলহ সত্বর ॥
 হস্তী অশ্ব যত ইতি শোনার সাহিত ।
 সজ্জীভূত হও সবে অতি ত্বরায়িত ॥
 পঞ্চাশত কোটি সৈন্য সাজিয়া প্রচুর ।
 ধুম্রলোচনের বংশ শতেক অশুর ॥
 কাল আর কালকেয় হও আগ্রস'র ।
 লও ত্বরা যুদ্ধ সাজ আদেশে আমার ॥
 ভৈরব-শাসন সৈন্য রাজাজ্ঞা পাইয়া ।
 সহস্রে সহস্রে ধায় যুদ্ধ মুখা হ'য়া ॥
 সেনাগণ দেখি চণ্ডী অতি ভয়ঙ্কর ।
 ধনুর টঙ্কারে কাঁপে দিগ দিগন্তর ॥
 অতি ঘোর নাদ করে সিংহ মহাবল ।

সিংহনাদে ঘণ্টা শব্দে অক্ষর বিকল ॥
 সিংহনাদে ঘণ্টা শব্দে ধনুর টঙ্কার ।
 ক্ষিতি টল মল দশ দিক অন্ধকার ॥
 ভয়ঙ্কর রূপে কালী মারিল হৃৎকার ।
 জিহ্বা বাহিরিল আর বদন বিস্তার ॥
 গুনিয়া দেবীর শব্দ দৈত্য সৈন্যগণ ।
 ভীত চিত্তে চতুর্দিকে করে পলায়ন ॥
 চণ্ডী কালিকা আর বাহন কেশরী ।
 নাশ করে দৈত্য সৈন্য নানা অস্ত্র ধরি ॥
 দেবগণে শেষ্ঠ মারা বীর্ঘ্য বল বস্ত ।
 ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি কার্ত্তিক অনস্ত ।
 এই বল দেবগণ বেত হুঁতে শক্তি ।
 বাহির হইয়া যায় বাণ পার্শ্বতী ॥
 যে দেবেব সেইরূপ বাহন ভূষণ ।
 সেই মতে সেই শক্তি হইল গঠন ॥
 বাহির হইয়া তবে দেব শক্তিগণ ।
 অক্ষর সংগ্ৰহে যান করিবারে রণ ॥
 হংস সিন্ধানেতে চিহ্ন পরণা সুন্দরী ।
 আদিল বসুন্ধরী দেবী কনকধারী ॥
 বৃষ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সুন্দরী ।
 ত্রিশূল ধরিয়া গেল দেবী মহেশ্বরী ॥
 সাজিল কুমারী দেবী শক্তি হস্তে করি ।
 কার্ত্তিকের শক্তি সেই অতুল সুন্দরী ॥
 সাজিল বৈষ্ণবী দেবী বিষুণ্ড গৃহিনী ।

চণ্ডিকা-মন্ত্র

গরুড় উপরে শোভা করে নারায়ণী ॥
 শঙ্খ চক্র গদা পদ ধরে চারি করে ।
 বেধিয়া আশ্চর্যরূপ নৈতা ভরে মরে ॥
 বায়টিনী দেবা সাজে বরাহ আকার ।
 শক্তি হস্তে হর দেবা যুদ্ধে আশ্রমার ॥
 নৃসিংহিনী দেবা সাজে করি নানা মারা ॥
 অর্ধেক মানবাকৃতি অর্ধ সিংহ কায়া ॥
 ইন্দ্রের ইন্দ্রানা করি হস্তী আরোহণ ।
 বজ্র হস্তে বায় দেবা কারবারে রণ ॥
 সহস্র লোচন নামে খ্যাত সুরপতি ।
 সেই অমৃতসারে মা'ভলেক তাঁর শক্তি ॥
 এষ্ট মতে স্মারিতেন বত শক্তিগণ ।
 বুঝবারে বায় বণা আছে নৈতাগণ ॥
 শক্তিগণ প্রাতি চণ্ডী কহিল তখন ।
 যুদ্ধ করি নৈতা সৈন্ত করহ নিধন ॥
 মহা পোরতর রূপে চণ্ডিকা হইতে ।
 শক্তি এক বহির্গত শিবা শতে শতে ॥
 উগ্র চণ্ডা সেই শক্তি করে নানা মারা ।
 ধূম বর্ণ জটা তাঁর কাশ বর্ণ কায়া ॥
 বহির্গত শিবাগণ করে ঘোর নাগ ।
 নৈতাগণ বধে বুঝি ষটল প্রমাণ ॥
 হৃত প্রাতি কহে দেবা যাও শীঘ্র গতি ॥
 বধা আছে শুভ রাজা নিশ্চয় প্রতীতি ॥
 অহা অহা ঘেই নৈতা যুদ্ধে উপস্থিত ॥

ভাটপদের নিকটগোষ্ঠে কহু খরাবিত্ত ।
 জৈম্বোৎকোর টক তব গানে দেবগণ ॥
 দেবগণে বজ্র নম করিবৈ ভক্ষণ ।
 তোমা সবে পীর রাগ জীবনের মাশ ॥
 পাতালেতে মন্যেদেহে করহ নিবাস ॥
 আদেশ লস্বদে যদি কার অহকার ।
 অনাশ্রয় হন মনে পিবার আহার ।
 যত দৈত্য আশ্রয়িত দৈত্যরাজ সঙ্গে ॥
 শিবগণ উক্ষিপেত তাহা নানা রঙ্গে ।
 দেবীর এসব কথা শুনিয়া অসুর ।
 কাতারগণী প্রতি কোপ করিল প্রচুর ॥
 ভুব ও তেজের গণ পক্ষা শক্তি শর ।
 বরিষণ কর সবে দেবীর উপর ॥
 দেবী ছাড়িলেক চক নানাবিধ শূল ।
 কাটির দৈত্যের মাগ করিল নিশ্চূল ॥
 পুল ভানি বহু সৈন্য করিল বিহার ।
 খজে কণ্ঠি দেখায়ে করিল সংহার ॥
 ক্ষেপিল ব্রহ্মার শক্তি কনণ্ডুব অগর ।
 হরিলেক দৈতা হস্তে যত শক্তি বল ॥
 স্রক্ষণী করিল বহু সৈন্তের সংহার ।
 চারিদিকে ধার সৈন্ত করি হাহাকার ॥
 মহেশ্বরী একশূলধে দৈতা পরাভব ।
 চক্রেতে বৈষ্ণবী দেবী বিনাশে মানব ॥
 এক্ষণেতে কুমারী দেবী শক্তি লগ্ন হাতে ॥

দৈত্য সৈন্যগণ দেবী মারে শতে শতে ।
 বজ্র হস্তে ইন্দ্র শক্তি দৈত্য করে নাশ ।
 রণ ভূমি শক্তিগণের রূপে ত প্রকাশ ॥
 বক্ষ বিদারিতা কারে ভূমিতে ফেলায় ॥
 রক্ত স্রবি হইলেক মহা নদী প্রায় ।
 বারাহিনী দেবী করে বদন বিস্তার ।
 ওষ্ঠাঘাতে বহু সৈন্য করিল সংহার ॥
 দস্তাঘাতে দৈত্য সৈন্য করয়ে চৰ্কণ ।
 চক্র দ্বারা দৈত্য হয় নিমিষে নিধন ॥
 নখে বিদারিতা কারে ভূমিতে ফেলায় ।
 খাইয়া বজ্রল সৈন্য উদর ভরায় ॥
 নার সিংহী নাদ করে স্রবা দিগম্বরী ।
 অটু অটু হাসে শিবা জাগি ভঙ্করা ॥
 অস্ত্রাঘাতে সৈন্যগণ ভূমিতলে পড়ে ।
 মাতৃগণ সকলেরে উদরেতে পুরে ॥
 মাতৃগণ মর্দনেতে অস্ত্র সকল ।
 পলাইয়া বেগে ধায় হইয়া বিকল ॥
 দেখিয়া সকল সৈন্য হইয়া অস্ত্রিণ ।
 যুদ্ধ হেতু ক্রোধে ধায় রক্ত বাজ বীর ।
 এক বিন্দু রক্ত যদি তার দেহ হ'তে ।
 স্রবিয়া পড়য়ে তাহা ক্রমে পৃথিবাতে ॥
 তবে সেই রক্ত হ'তে এক মগা বীর ।
 উঠি হস্তে গদা ল'য়া যুদ্ধে হয় স্থির ॥
 শক্তি হস্তে ইন্দ্র শক্তি সহ করে রণ ।

রক্তবীজ রণ দেপি কাঁপে দেবগণ ॥
 তবে ইন্দ্র শক্তি দেবী বজ্র লইয়া হাতে ।
 করিল আঘাত দেবী রক্তবীজ মাথে ॥
 বজ্রের আঘাতে তার শবরে শোণিত ।
 আর এক রক্তবীজ উঠে আর্চষিত ॥
 সম তুল্য বনবান অতি পরাক্রম ।
 উঠিয়া যুবকোত্তে বীর করে বহু শ্রম ।
 এই মতে যত তাব রক্ত পড়ে ভূমে ।
 রক্ত হ'লে বহু বীজ উঠে ক্রমে ক্রমে ॥
 জন্ম নানক অবিলম্বে হাতে ল'য়া শর ।
 মাতৃগণ সহ সাক্ষ করে ভয়তর ॥
 ইন্দ্রের উৎসাহী শক্তি লয়ে পুনর্বার ।
 রক্তবীজ শিরচ্ছেদি করিল সংহার ॥
 তার দেহ হ'তে রক্ত হইল বাহির ।
 সহস্র সহস্র হ'ল রক্তবীজ বীর ॥
 চক্র হস্তে বৈষ্ণবী করিয়া মহারণ ।
 শত শত রক্তবীজ করেন নিধন ॥
 ইন্দ্র শক্তি দেবী করে গদার আঘাত ।
 চক্রেতে বৈষ্ণবী করে দৈত্যের নিপাত ॥
 কিন্তু রক্তবিন্দু স্রবি পড়িয়া ভূমিতে ।
 সংস্র সহস্র সৈন্ত উঠে আর্চষিতে ॥
 রক্তবীজ সমতুল্য সব হাতে শর ।
 শক্তিগণ সঙ্গে সঙ্গে করয়ে সমর ॥
 শক্তি হস্তে স্কুমারী দানব সংহারে ।

অগ্নি হস্তে নারায়ণী দৈত্য নাশ করে ॥
 শূল হস্তে মহেশ্বরী রক্তবাজ ধারে ॥
 রক্তবাজ গদা হস্তে মহাশয় কর ॥
 মাতৃগণ ক্রোধ হ'ল রক্তবাজ প্রতি ॥
 বধিবারে এরে তারা অস্ত্র নানা জাতি ॥
 অস্ত্রেতে কাটিল অঙ্গ পাড়িল শোণিত ॥
 কোটি কোটি রক্তবীজ উঠে অশ্রুধত ॥
 রক্তবীজে ব্যাপিলেক ভূবন এতন ॥
 দেখিল ভয়তে কাঁপে দেবতা সকল ॥
 দেবগণ বিমগ্ন দেখিয়া ভয়বত ॥
 কালী প্রাত কহে দেবী সকলকর অতি ॥
 দেবা বলে কর কালী বন্দন বিহার ॥
 চরায়ার রক্ত বেধে করহ আহার ॥
 রক্ত হ'তে সেই বীর হইল গঠন ॥
 সব মাতৃগণ তারে করিব অঙ্গন ॥
 সবে মিলি তাহাদের রক্ত দিব পান ॥
 তবে রক্তদীপ শূন্য হ'ল রক্ত স্থান ॥
 এতেক কাঁহিয়া দেবী শূল লাগা করে
 অঘাত মারিয়া রক্তবাজ নাশ করে ॥
 রক্তবীজ হ'তে যাঃ পাড়িল শোণিত ॥
 ভক্ষণ করিল কালী চ'রা পুলকিত ॥
 গদাঘাতে রক্তবীজ করিল সংহার ॥
 তাঁর দেহ হ'তে রক্ত শ্রবে অনিবার ॥
 কালিক্য করিল পান আর মাতৃগণ ॥

এই রূপে রক্ত বীজ শূন্য হয় রণ ॥
 অস্ত্রাঘাতে চণ্ডী দেবী বাহ্যকে সংহারে ।
 মহাকালী দেবী তার রক্ত পান করে ॥
 ক্রমে ক্রমে রক্তবীজ হইল নিধন ।
 পরম হরিষ হ'ল যত দেবগণ ॥
 সুখেতে করিছে নৃত্য আনন্দ মগন ।
 তুনি শুভ রাজা ক্রোধে করে আশ্ফালন ॥
 হুট বপে হরষিত ভূমি মণ্ডল ।
 রক্ষিত ভৈরবে রচে চণ্ডিকা মঙ্গল ॥



নবম অধ্যায় ।

নিশ্চিন্ত বধ ।

রাজা বলে গুন হে মেধস তপোধন ।
দেবীর চরিত্র যত বিচিত্র বর্ণন ॥
তোমার মুখেতে শুনি হয় সবে তুষ্ট ।
রুক্মিণী করিয়া কহ করি কিছু কষ্ট ॥
রক্তবীজ বধ কথা শুনি দৈত্য মণি ।
কি করিল অতঃপর তাগ কহ শুনি ॥
অতি কোপে নিশ্চিন্ত করিল কোন কাম ।
তার পর কি প্রকারে হইল সংগ্রাম ॥
মুনি বলে গুন রাজা আমার বচন ।
শুস্তে নিশ্চিন্তে শুনি সৈন্যের নিধন ॥
দেখিলেন রক্তবীজ হ'য়েছে সংহার ।
ক্রোধে প্রজ্ঞানত দৈত্য অগ্নি অবতার ॥
যুদ্ধে যার নিশ্চিন্ত যে মুখ্য সেনাপতি ।
হস্তা ঘোড়া বহু সৈন্য লইয়া সংহতি ॥
চারিদিকে সুসজ্জিত বড় বড় বীর ।
ক্রোধে ওষ্ঠাধর কাঁপে তইয়া অস্থির ॥
মাতৃগণ আর চণ্ডী করিতে সংহার ।
চলে রাজা সৈন্য ল'য়া করি মার মার ॥
শুস্ত ও নিশ্চিন্ত করে দেবী সহ রণ ।

শর জালে আকাশ দিল সমস্ত গগন ॥
 মেঘে ঘেন বৃষ্টি করে থাকিরা আকাশ ।
 সেইরূপ দুই দলে শরের প্রকাশ ।
 দৈত্যগণে ক্ষেপে অস্ত্র দেবার উপরে ॥
 দেবী অস্ত্রে কাটি পড়ে অবনী উপরে ।
 অস্ত্র কাটি দেবী অস্ত্রে ভেদ্যা অস্তুর ।
 দেবী হস্তে থাকে পুন দৈত্য করি চুর ॥
 নিগুন্তে হানিয়া বেগে খড়্গা চন্দ্র ধার ।
 কেশরী উপরে করে স্তম্ভ প্রহার ॥
 খড়্গের প্রহারে সিংহ হ'ল কম্পবান ।
 নখে বিদারিয়া দৈত্য বাধিয়ায় প্রাণ ॥
 দেবী এক অস্ত্র ক্ষেপে নিগুন্ত উপরে ।
 দৈত্য অস্ত্র এবি তাহা খণ্ড খণ্ড করে ॥
 অবিলম্বে পুন দৈত্য ক্ষেপে মল শূল ।
 শূল দেখি করে দেবা সাসস অতুল ॥
 অগ্নি অবতার শূল দেখিতে প্রচণ্ড ।
 মুষ্টি ঘাতে করে দেবী তাঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥
 অতি কোপে গদা হানিলোক বীর মণি ।
 শূল ক্ষেপি গদা ভংগ করে নারায়ণী ॥
 তৎ পরে পশু অস্ত্র ক্ষেপিল দানব ।
 দেবী অস্ত্রে দৈত্য অস্ত্র হ'ল পরাভব ।
 পরশু কাটিয়া পড়ে নিগুন্ত উপরে ॥
 মোহযুক্ত হ'ল দৈত্য ভূমিতলে পড়ে ।
 নিগুন্ত মোহিত দেখি শুভ্র কোপবান ॥

দেবীকে মারিতে বীর বার রণ হান।
 দেবীর উপরে ছায়া বরিষয়ে শর।
 বরিষার বৃষ্টি যেন বহে নিরন্তর।
 দেবীর ঘণ্টার শব্দে ভেদিল গগন।
 জাগবুদ্ধ হ'রা কীপে দৈত্য সৈন্তগণ।
 গগন ভেদিল সিংহনাদ শব্দ শব্দ।
 দেব ঋগিগণ সব চক্রে ক স্তব।
 মন্দে লক্ষ্মে মঙ্গাকানা উঠিল আকাশে।
 আকাশে ভ্রমণ কর অতুল সাধনে।
 তপার যে ভগবতী চন্দ্র অটু থাকে।
 পূর্ণিমার চন্দ্র যো ভুবন প্রকাশে।
 অতি কোপে শুভ্র বার পা'করা সময়ে।
 চণ্ডিকার প্রতি বীর করে উচ্ছে:স্বরে।
 থাক থাক ওহে চণ্ডী তুই তই মতি।
 তব জয় ইচ্ছা করে নত দেব ঈতি।
 শুভে নিগমিল শক্তি চণ্ডীর উপর।
 অগ্নি প্রজ্বলিত শক্তি অতি - যক্ষর।
 অগ্নি সন তা'স শব্দে দেবী মারিবার।
 দেবা শূলে সেই শক্তি হইল সংহার।
 অতি ঘোরতর শব্দ করে দৈত্য নাথ।
 আকাশ হইতে যেন হয় বজ্রাঘাত।
 মঙ্গ মঙ্গ অঙ্গ ছাড়ে দেবীর উদ্দেশে।
 সেই সব ভগবতী কাটে অ-ধাসে।
 নানা অঙ্গ ভগবতী ছাড়ে দৈত্য প্রতি।

শীলার কাটিল সব দানবের পতি ॥
 অতি ক্রোধে ভগবতী শূল ল'য়া করে ।
 তাহার আঘাত মারে দৈত্যরাজ শিল্পে ॥
 মোহিত হইয়া দৈত্য পড়ে ভূ'মতল ।
 হির হ'য়া উঠিল নিশ্চল মহা বল ॥
 উঠিয়া নিশ্চল বীর হাতে ল'য়া ধনু ॥
 শরতে অর্জর করে কেশরীর তনু ॥
 ভূমি হতে শুভ রাজা উঠি আচঞ্চল ।
 বহু বুদ্ধ আরম্ভিল সিংহের সহিত ॥
 নানাবিধ অস্ত্র সন্ধি অস্তুর রাজন ।
 চণ্ডী আচ্ছাদিয়া করে শর বরিষণ ॥
 তবে দেবী ভগবতী অতি ক্রোধ হ'ল্ল ॥
 দৈত্যের যতোক অস্ত্র ফেলিল কাটিল ॥
 কোপেতে নিশ্চল বীর অতুল সাহসে ।
 ফেলিল দারুণ গদা দেবীর উদ্দেশে ॥
 তবে নারায়ণী শর বুড়িল ধনুকে ।
 গদা খণ্ড খণ্ড করি ফেলিল পলকে ॥
 ভীক্ষুধার খড়্গ কেপে বীর চূড়ামণি ।
 শরভে যে খণ্ড খণ্ড করে নারায়ণী ॥
 নিশ্চল হইল শূল না গনি প্রমাদ ।
 দেবীকে মারিতে যার করি সিংহনাদ ॥
 নিশ্চল শূল দেখি দেবী ভগবতী । . .
 আর এক শূল হাতে নিল শীঘ্র গতি ॥
 দেবী শূল হানিলেক হইয়া কৌতুক ।

নিমন্তের শূল কাটি ভেদে তার বৃক্ষ ॥
 বক্ষ ভেদি নিমন্ত যে ভূমিতে পড়িল ॥
 সে বক্ষ হইতে এক পুরুষ জন্মিল ॥
 ত্রকুটি আকার বীর আঁত ভয়ঙ্কর ।
 জন্ম মাত্র বার বীর করিতে সমর ॥
 তাহা দেখি ভগবতী হ'ল হরষিত ।
 ঋগ্বেদ-দেবী তার মুণ্ড কাটে আচহিত ॥
 অতি উগ্র হ'য়া তবে দেবীর বাহন ।
 অশুরের রক্তপান করে ততক্ষণ ॥
 অস্ত্র অস্ত্র দৈত্য গণ কালী মহামায় ।
 তক্ষণ করিয়া দেবী উদর পুরায় ॥
 শক্তিতে কুমারী দেবী দৈত্য সব মারে ।
 মহেশ্বরী ত্রিশূলেতে দানব সংহারে ॥
 ব্রহ্মাশক্তি ব্রহ্মাণী কমণ্ডলুর জলে ।
 দৈত্য সব বিনাশ করিল রণ স্থলে ॥
 বারাহিনী গুর্ধারাতে দৈত্য চূর্ণ করে ।
 বৈষ্ণবী যে চক্রাঘাতে অশুর সংহারে ॥
 ইন্দ্রের ইন্দ্রানী শক্তি লইয়া বে হাতে ।
 রণস্থলে দৈত্যগণ মারে শতে শতে ॥
 অবশিষ্ট যত সৈন্ত আছে রণ স্থল ।
 কালী সিংহ শিব দ্যুতি তক্ষিল সকল ॥
 নিমন্ত বধেতে তুট হ'ল দেব সব ।
 চণ্ডিকা মঙ্গল কহে অধীন ভৈরব ॥

দশম অধ্যায় ।

শুভ বধ ।

নিশ্চয় পড়িল যদি দৈত্যের ঈশ্বর ।
বহু সৈন্য কর হ'ল সময় ভিতর ॥
দেখি জ্যোথ বৃক্ক হ'য় মহা বলবান ।
কহিতে লাগিল কিছু চণ্ডিকার স্থান ॥
ওহে দুষ্ট! হুর্গা শুন বচন আমার ।
প্রতিকল দিব তোর যত অহঙ্কার ॥
সাহায্য লইয়া তুমি যত শক্তিগণ ।
নির্লজ্জ হইয়া মম সঙ্গে কর রণ ॥
দেবী বলে শুন ওহে গুস্ত দুরাচার ॥
একা আমি দ্বিতীয় যে নাহিক আমার ॥
দেখ দুষ্ট এই সব আমার বিহুতি ।
একা আমি সমরেতে হইলাম স্থিতি ॥
যত শক্তিগণ ছিল সময় ভিতরে ।
দেবীর বদন দিয়া প্রবেশে উদরে ॥
শক্তিগণ যদি দেখে করিল প্রয়াণ ।
রহিল অধিকা দেবী একা রণ স্থান ॥
অশুরের প্রতি তবে ক'হল অধিকা ।
বিহুতি হারিয়া আমি হইলাম একা ॥

মম নৈস্ত যত ছিল ওহে শুভ বীর ।
 সব চাঁল গেল যুঝ হইয়া সুস্থির ॥
 দেবী বাক্যে ছই জনে হয় মহারণ ।
 অন্তরীকে থাকি যুদ্ধ দেখে দেবগণ ॥
 অজ্ঞাঘাতে শর বৃষ্টি হয় সমশর ।
 বাধে ছই জনে যুদ্ধ অতি ওরফর ॥
 মহা অন্তগণ যাহা ক্লেপে মচামার ।
 শুভ রাজা সেই সব কাটিল তেলার ॥
 তীক্ষ্ণ অস্ত্র দেবী যত করিল প্রকাশ ।
 হকারে অনুর পতি করিল বিনাশ ॥
 তবে দৈত্য রাজ করে শর বরিষণ ।
 শরজালে দেবীকে করিল আচ্ছাদন ॥
 অতি ক্রোধে ভগবতী হ'য়া কম্পবান ।
 দৈত্য রাজ ধনু কাটে করিয়া সন্ধান ॥
 ধনু কাটা গেল তার শক্তি ল'য়া করে ।
 ক্রোধ হ'য়া হানে তাহা দেবীর উপরে ॥
 দেবী ছাড়িলেন চক্র অতুল প্রচণ্ড ।
 অনুরের শক্তি কাটি করে ধণ্ড ধণ্ড ॥
 শক্তি কাটা গেল দৈত্য হইল কুপিত ।
 তীক্ষ্ণধার ধড়গ হাতে লইল দ্বরিত ॥
 শত চক্র সূর্য্য দেখা যার ধড়গ ধারে ।
 বেঙ্গে ধার দৈত্য রাজ দেবী মারিবারে ॥
 সন্ধান করিয়া ধড়গ ছাড়ে দৈত্যেশ্বর ।

পার্শ্বভী কাটিল তাহা হানি তীক্ষ্ণ শর ।
 রবির কিরণ সম ল'য়া তীক্ষ্ণ বাণ ।
 অশ্বর উদ্দেশে দেবী করিলা সন্ধান ॥
 সশ্বর কাটিল দৈত্য রাজার সারথি ।
 ঘোড়া সহ রথ কাটি করিল বিরথী ॥
 বিরথী হইয়া দৈত্য কাঁপে ধর থর ।
 দেবীকে মারিতে হস্তে লইল মুদগর ॥
 মারিল মুদগর দৈত্য অ'ত ভয়ঙ্কর ।
 মুদগর কাটিল দেবী ত্যজি তীক্ষ্ণশর ॥
 দেবীকে মারিতে যায় মুষ্টির প্রহার ।
 দেবী মুষ্টি মারিলেক হৃদয়ে তাহার ॥
 অতি ব্যথা হ'ল মুষ্টি বন্ধেতে পড়িয়া ।
 অস্থির হইল দৈত্য তাড়না পাইয়া ॥
 মুর্চ্ছিত হইয়া রাজা পড়ে ভূমিতল ।
 পুনর্বার উঠি বুদ্ধ করে মহাবল ॥
 দেবী ধরি লক্ষ দিয়া উঠিল আকাশে ।
 তথায় করিল বুদ্ধ অতুল সাহসে ॥
 দাঁড়াইতে স্থান নাই শূন্যে করি স্থিতি ।
 অশ্বর সহিত বুদ্ধ করে ভগবতী ॥
 পরস্পর বাহু বুদ্ধ ঘন ঘন হয় ।
 দেখি দেব ঋষিগণ হইল বিস্ময় ॥
 দুই জনে বহুকাল বাহুবুদ্ধ করে ।
 ভ্রমাইয়া দেবী তারে ফেলে ক্রান্তিপরে ॥
 আকাশ হইতে যবে হ'ল ভূমিগত ।

চণ্ডীকে ঝারিতে দৈত্য হইল উন্নত ॥
 কুষ্টি হানি বেগে ধার চণ্ডীর উদ্দেশে ।
 আসে দৈত্য দেখি চণ্ডী অট্ট অট্ট হাসে ॥
 অগ্নি যুক্ত শূল দেবী ছাড়িল তৎকালে ॥
 বক্ষ বিদারিয়া ছুঁই পড়ে ক্ষিতিতলে ।
 শূলাঘাতে শুভ রাজা হইল সংহার ।
 দেখি সৈন্যগণ সবে করে হাহাকার ॥
 শুভ যবে পড়িলেক ভূমির উপরে ।
 সমুদ্র পৰ্ব্বত সহ বসুমতী নড়ে ॥
 দেবতার অগ্নি ছুঁই হইল বিনাশ ।
 এ মহী মণ্ডল করে আনন্দ প্রকাশ ॥
 জগৎ সৃষ্টির হ'ল শাস্ত হ'ল জল ।
 মেঘ সব দূরীভূত গগন নিশ্চল ॥
 দেবগণ তুঁই দেখি শক্রর নিধন ।
 অবনী মণ্ডলে তুঁই শুনি প্রাণিগণ ॥
 পুণ্যের হইল বৃদ্ধি বহে সুবাতাস ।
 গগনে সূর্য্যের দীপ্তি হইল প্রকাশ ॥
 অগ্নি তেজ বৃদ্ধি হ'ল চৌদিক উজ্জল ।
 অন্নীন ভৈরব কহে চণ্ডিকা মঙ্গল ॥

একাদশ অধ্যায় ।

দেবস্তুতি ।

যুদ্ধেতে পড়িল যদি দানবের পতি ।
ইন্দ্র অগ্নি আদি দেব স্তবয়ে পার্বতী ॥
প্রসন্ন বদন হ'রা যত দেবগণ ।
বিবিধ প্রকারে করে দুর্গারে স্তবন ॥
ব্যাধি হরা দুঃখ হরা দেবী ভগবতী ।
প্রসন্ন হইয়া রক্ষা করিয়াছ ক্রিতি ॥
চরাচর যত ইতি সকল ঈশ্বরী ।
জগত আধার তুমি একা মহেশ্বরী ॥
মহীরূপে পৃথিবীতে করিয়াছ স্থিতি ।
জল রূপে পৃথিবীতে তুমি ভগবতী ॥
তুমি সে বৈষ্ণবী শক্তি প্রভাব অতুল ।
তুমি সে পরম মায়ী সংসারের মূল ॥
তোমার মায়ীতে মোহ এ তিন সংসার ।
তুমি সুপ্রসন্ন হ'লে সবার উদ্ধার ॥
বুদ্ধি রূপে সকলের হৃদয়েতে স্থিতি ।
স্বর্গ, মুক্তি পদ, দাত্রী তুমি ভগবতী ॥
কলা কাষ্ঠা রূপে ছষ্ট বিনাশ কারিণী ।

সংসারের শেষ শক্তি তুমি নারায়ণী ॥
 সবার মঙ্গল তুমি মঙ্গল কারিণী ।
 সর্বার্থ সর্বাধিকা দেবী শিবের ঘরিণী ॥
 তুমি ত্রিনয়নী দেবী গণেশ জননী ।
 নম নম নম দেবী নম নারায়ণী ॥
 তুমি দেবী সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কারিণী ।
 তুমি শক্তি তুমি স্মৃতি তুমি সনাতনী ॥
 গুণাশ্রয় গুণময় তুমি 'স আপানি ।
 কৰুণা করিয়া দৃষ্টি কর ত্রিনয়নী ॥
 শরণাগতের তুমি তা'রণ কারিণী ।
 হুংখ পীড়া হরা তুমি জগত জননী ॥
 হংস রথে আরোহণ তুমি সে ব্রহ্মানী ॥
 দৈত্য বিনাশিতে তুমি সে খড়্গ ধারিণী ॥
 চন্দ্র ত্রিশূল আর ভূজঙ্গ ধারিণী ।
 শাহেশ্বরী রূপে মহা বৃষভ বাহিনী ॥
 শক্তি হস্তে মহাদেবী দৈত্য বিনাশিনী ।
 কুমারী স্বরূপে দেবী পর্বত নন্দিনী ॥
 দস্তে ধরিয়াছে ক্ষিতি বরাহ রূপিণী ।
 ত্রিভুবন রাক্ষসছ শিবের ঘরিণী ॥
 নৃসিংহ রূপে হিরণ্যকশিপু নাশিনী ।
 ত্রৈলোক্যের যত ইতি জ্ঞান কারিণী ॥
 বজ্র হস্ত্য তুমি দেবী সহস্র লোচনী ।
 যুজ্ঞ ঐশ্বর্য হরা দেবী নম সনাতনী ॥
 শিবদ্যুতি রূপে দৈত্য বধিয়া আপানি ।

ভয়ঙ্করা সে রূপেতে কম্পিতা ধরণী ॥
 করাল বদনা মুণ্ডমালা বিভূষিতা ।
 চামুণ্ডা তোমার নাম পর্কত হুহিতা ॥
 লক্ষ্মী অঙ্কা লজ্জা পুষ্টি তুমি সে আপনি ।
 মহামায়্য মহাবিদ্যা পতিত পাবনী ॥
 মেধা স্বরস্বতী তুমি জগত জননী ।
 নিয়ত প্রসিদ্ধ তুমি নম নারায়ণী ॥
 শাস্ত্র মুখী তুমি দেবী বর প্রদায়িনী
 সর্বভূতে তুমি স্থিতি নম কাত্যায়নী ॥
 অতি উগ্রা করাল বদনী সনাতনী
 শূল হস্তা ভদ্রকালী আরক্ত লোচনী।
 তুমি যারে তুষ্ট তার ব্যাধি হয় নাশ
 রুষ্ট হ'লে পূর্ণ তার নহে অভিলাষ
 যেই জন লয় তব চরণ আশ্রয় ।
 কভু নাহি করে সেই আপদেতে ভয় ॥
 উগ্র বিষ ভাগ হ'তে রক্ষহ জননী ।
 সকল বিপদ হ'তে পতিত পাবনী ॥
 আর রক্ষা কর যথা আছে শত্রু ভয় ।
 রক্ষা কর দাবানল যথাতে দহয় ॥
 সমুদ্রের মধ্যে রক্ষা কর ভগবতী ।
 সকল বিপদে ত্রাণ কর এই ক্রিতি ॥
 দেবী বলে শুন ওহে ষত দেবগণ ।
 ষর লও যার ইচ্ছা মত যেই জন ॥
 দেবগণে বলে মহা দেবী মহামায় ।

‘চতিকা-মঙ্গলী’

সৰ্ব্ব বাধা নষ্ট হবে তোমার কৃপার।
এই বর পাদ পদ্মে চাহি না জননী ।
আমাদের শত্রু সংহারিবে নারায়ণী ॥
‘দেবী বলে নন্দ করে যশোদা উদরে ।
‘লভিব জনম ছুঁই দৈত্য মারিবারে ॥
ধরিয়াছি মহাবুদ্ধি রূপ ভয়ঙ্কর ।
ক্রমে ক্রমে বধিয়াছি যতোক অশুর ॥
শত নেত্র দৃষ্টি করিয়াছি মুনিগণ ।
যত প্রাণিগণ আছে করি নিরীক্ষণ ॥
ত্রৈলোক্য হিন্তের হেতু বধিলু মানব ।
‘ভবানী বলিয়া স্তব কররে মানব ॥
অবনীতে যত হবে ছুঁইয় প্রকাশ ।
‘অধতার হ’মা ছুঁই করিব বিনাশ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

মহাদেব স্তোত্র ।

দেবী বলে গুন বাক্য যত দেবগণ ।
এই রূপে যেই জন করয়ে স্তবন ॥
অবশ্য তাহাকে আমি হইব সদয় ।
তার বিঘ্ন নষ্ট হবে নাহিক সংশয় ॥
সে মধু কৈটভ আর ছষ্ট মহামুর ।
তুষ নিগুহ বীর অশ্র অশ্র শূর ॥
সকল ববিয়া কৌর্তি করিহু সঞ্চয় ।
আমার কৃপায় লোকে দুঃখ দূর হয় ॥
অষ্টমী নবমী প্যার চতুর্দশী তিথি ।
একা চিত্ত হ'য়া যেনা মোরে করে স্ততি ॥
ভক্তি ভাবে যেই জনে করি একমন ।
আমার মাহাত্ম্য কথা করয়ে শ্রবণ ॥
সেই জন দূরে থাকে হইতে আপদ ।
নিত্য নিত্য বৃদ্ধি হয় তাহার সম্পদ ॥
ইষ্ট রিষ্ট নাহি তার আর শত্রুভয় ।
বন্দ্যায় সাক্ষাৎ নাহি হইবে নিশ্চয় ॥
অস্ত্র অঙ্গে নাহি স্পর্শে না মরে অনলে ।
বিঘ্ন নাশ হবে তার না ভুবিবে জলে ॥

যেই জন পাঠ করে আমার মাহাত্ম্য ।
 সকল আপদ তার হইবে বিগত ।
 য ইচ্ছাতে যেই ভক্তে মোরে করে স্তুতি ॥
 অহরহঃ দৃষ্টি মম থাকে তার প্রীতি ॥
 মহামারী ভয় যথা হইবে প্রকাশ ।
 পড়িলে এসব স্তব হইবে বিনাশ ॥
 কক্ষ বাত পিন্ডে বেবা আছরে পীড়িত ।
 স্তনিলে এসব স্তব খণ্ডিবে নিশ্চিত ॥
 যশপেতে যদি চণ্ডী পড়ে প্রীতি নিতি ।
 অহরহ সে মণ্ডলে মম হয় স্থিতি ॥
 বলিদান অগ্নি পূজা আরি মহোৎসব ।
 শ্রদ্ধা করি যেই জন করে এই সব ॥
 দূঢ় কাহিলাম স্তন যত দেবগণ ।
 কদাচিৎ না ছাড়িব তাহার ভবন ॥
 যেই জন শরতেতে মম পূজা করে ।
 ভক্তি যুক্ত হ'য়া মম মাহাত্ম্য যে পড়ে
 তাহার আপদ আরি করিব সংহার ॥
 ধন ধাত্ত পুত্র পৌত্র বৃদ্ধি হবে তার ॥
 আমার প্রসাদে লোক তরিবে বিপদে ।
 মম বরে বৃদ্ধি তার হইবে সম্পদ ॥
 আমার মাহাত্ম্য যদি মর্ত্যালোকে শুনে
 উৎপাত্ হইবে নাশ শুভ দিনে দিনে ।
 বুদ্ধিতে নির্ভয় হবে বৃদ্ধি হবে বল ॥
 পক্ষ গণ কর হ'য়া হইবে মঙ্গল ॥

যে দাড়ীতে পাঠ করে আবার মাহাত্ম্য ।
 সে কর্তার বংশ সহ থাকে স্বাচ্ছন্দ্য ॥
 হুংমন্ত্র দেখিয়া যেই চণ্ডী পাঠ করে ।
 শান্তি হয় রাহু গ্রহ পীড়া বার দূরে ॥
 হুংমন্ত্রের পরিবর্তে হুংমন্ত্র বে হয় ।
 বালাকের রোগ নাশ হইবে নিশ্চয় ॥
 মিত্রনাশ হয় তার শত্রু হয় নাশ ।
 মহা বীর বলি সেই সংসারে প্রকাশ ॥
 চণ্ডী পাঠে আমি নিত্য থাকিব মরণে ।
 বন্ধ ভূত পিশাচ পলায়ে দূরে থাকে ॥
 গন্ধ পুষ্প অর্ঘ্য ধূপ সুগন্ধি চন্দন ।
 বলিধান বক্ত হোম ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
 নানাবিধ ভোগ সহ নানা উপহারে ।
 বৎসরেতে একবার মম পূজা করে ।
 চণ্ডীর মাহাত্ম্য যেই করিবে শ্রবণ ।
 রোগ দূরীভূত হবে পাপের মোচন ॥
 মম নাম সংকীর্ণনে ধম বার দূরে ।
 শত্রু হাতে তার ডর না থাকে সংসারে ॥
 অরণ্যের মধ্যে হ'রা দাবারি বেষ্টিত ।
 ধন হীন দস্যুর সাক্ষাত আচরিত ॥
 শত্রু আক্রমণ কিবা সিংহ দরশন ।
 বন হস্তী ভ্রাত্ত কিবা করে আক্রমণ ॥
 রাজার দৌরাত্ম্য আর পীড়া অনিবার ।
 ধম নামে সব হাতে হইবে ঈদার ॥

এক বলি দেবগণে দৈত্য বিনাশিনী ।
 আচমিতে অন্তর্ধান হ'ল নারায়নী ॥
 দিভিন্ন হইল তবে বত দেবগণ ।
 ব্যয় বৃত্তি ছিল যাহা পার সর্বজন ॥
 তন্ত নিতন্ত যদি হইল ত্রিধন ।
 করিলেক ভয় সৈত পাতালে গমন ॥
 মুনি বলে তনু ওহে সুরধ রাজন ।
 কহিলার পার্কীর যত বিবরণ ॥
 আবির্ভাব হ'য়া করে সংসার পালন ।
 মঙ্গল দায়িনী তুমি করহ অর্চন ॥
 কৃত রাজ্য পুনর্কার পাইবে নৃপতি ।
 দেবীর চরণে যদি থাকে তব মতি ॥
 মহামায়ার মায়ার নাহি পারাবার ।
 সে মায়ারূপেতে ব্যাপ্ত সকল সংসার ।
 মহাকালী রূপে তিনি করেন সংহার ।
 বন্দানী রূপেতে সৃষ্টি করে পুনর্কার ॥
 পুষ্প ধূপ বলিদানে পূজ মহামায় ।
 ধন পুত্র হারা রাজ্য দিবেন তোমার ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

দেবী মাহাত্ম্য ।

মুনি বলে মহারাজ দেবী বিবরণ ।
কহিলাম এক মনে করিবা শ্রবণ ॥
অধিকার প্রভাবে যে স্থির থাকে ক্রিতি ।
যোগ নিজা মহাবিদ্যা খ্যাত ভগবতী ॥
ভুবি আর এই বৈশ্ব অত্যন্ত হুঃখিত ।
হুঃখ দূর হবে কার্য্য করহ উচিত ॥
সেই কার্য্য বলি শুন স্মরহ জঁধরী ।
রাজ্য আর মুক্তিপদ পাবে অধিকারী ।
শুনিয়া মুনির কথা স্মরথ রাজন ।
দেবী পূজা আরম্ভিল করি প্রাণপণ ॥
উভয়ের হুঃখ নিবারণের কারণ ।
বৈশ্ব সহ রাজা করে দেবী আরাধন ॥
রাজ্য বৈশ্ব নদীতীরে হইয়া যে স্থিতি ।
একাগ্র হৃদয়ে পূজে দেবী ভগবতী ॥
দেবী মূর্তি মূর্তিকাতে করিয়া গঠন ।
ধূপ দীপ দিয়া করে চণ্ডিকা অর্চন ॥
নিরাহার শুচিভূত হ'য়া দুইজন ।
অঙ্গ কাটি কুধির যে করয়ে অর্পণ ॥

এই রূপে দেবী স্তুতি করে দুইজন ।
 জীবৎসময় পরে দেবী দিল্লী দরশন ॥
 উচ্চৈঃস্বরে বলে তখন বৈশ্র নরপতি ।
 তুমিরা সঙ্কটে আমি ভোনাঘের স্তুতি ॥
 দিব আমি যেই বর কর অভিলাষ ।
 অকপট চিত্তে কহি করিহ প্রকাশ ॥
 রাজ্য বলে শক্র হ'তে রাজ্য কর দান ।
 বৈশ্রোতে প্রার্থনা করে দেও মোরে জ্ঞান ॥
 দেবী বলে অপেক্ষা করিরা অন্নকাল ।
 শক্রকে বধিরা রাজ্য পাবে মহীপাল ॥
 অতঃপর বৈশ্র প্রতি ভগবতী কর ।
 মন বরে তব ক্ষুদ্রে হবে জ্ঞানোদয় ॥
 বৈশ্র আর রাজ্যকে করিরা বরদান ।
 জগত জঁস্বরী তবে হ'লা অন্তর্ধান ॥
 সুরথ হইল মনু ভুবন মণ্ডল ।
 কাজাল ভৈরব রচে চণ্ডিকা মঙ্গল ॥
 এই বর চাহি মাগো জগতের আই ।
 অন্তকালে দিও মাগো শ্রীচরণে ঠাই ॥
 শুণ্ড ভৈরব নামে নহি পরাচিত ।
 প্রকাশ শ্রী রাখাচরণ পদ্ধতি রক্ষিত ॥
 ভরথাজ গোত্র মন জিহ্নবর ইতি ।
 জোরারা প্রামেতে হয় দীনের বসতি ॥
 ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে
 দেবী মাহাত্ম্য

পরিশিষ্ট ।

আমি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপক্রমণিকার দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে হিন্দু শাস্ত্র মাত্রই দ্ব্যর্থবোধক অর্থাৎ জ্ঞানীর পক্ষে অন্তর্লক্ষ্য ও অজ্ঞানীর পক্ষে বহির্লক্ষ্য প্রকাশক । মার্কণ্ডেয় পুরাণাস্তর্গত চণ্ডীও রূপকাবৃত্ত মহাশাস্ত্র । ইহা পাঠ করিয়া জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই ধর্ম্ম অর্থ কামমোক্চ চতুর্বর্গ লাভ করিতে পারেন । অন্তর্লক্ষ্য গীতান্তে যেমন শরীরস্থ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির যুদ্ধ বৃদ্ধ, সেরূপ চণ্ডীতে দেবতা বা পুণ্যশক্তির সহিত অম্মর বা পাপশক্তির মহাসংগ্রাম বুঝাইয়াছে । এই দেবাস্ত্র সংগ্রামে কখন ও বা দেবতা জয়ী কখন বা অম্মর জয়ী হইয়া থাকে । যখন দেবতা পরাজিত ও অম্মর জয়ী হন তখন জগতে পুণ্যের স্থান পাপ শক্তির অধিকৃত হয় । দেবগণ হীন শক্তি ও পরাজিত হইলে পুণ্য শক্তি রক্ষার জন্য মহাশক্তির আবির্ভাব হয় । সে মহাশক্তি কি ? একবার দেখা যাক ।

সমগ্র জগৎ দুইটি পদার্থের দ্বারা সৃজিত ; একটি ব্যোম বা আকাশ, অপরটি প্রাণ । আকাশ সর্বব্যাপী সর্বানু-স্থ্যত সত্ত্বা বাহ্য হইতে জাগতিক স্তম্ভ স্থূল বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে । সৃষ্টির আদিতে একমাত্র আকাশই থাকে এবং ক্রমান্বয়ে কঠিন তরল ও বায়বীয় সকল পদার্থই আকাশে লয় প্রাপ্ত হয় । দ্বিতীয়টি প্রাণ । এই প্রাণই জগৎ উৎপত্তির কারণত্বতা অনন্ত-রূপা সর্বব্যাপিনী মহাশক্তি যথা “ অঙ্গুরেরমিত, স্বভাং প্রকৃতিং বিজিমে পরাং । জীব ভূতাং মহাব্যঞ্জো মরেনং ধার্য্যন্তে জগৎ ” ॥

শক্তি ৭ অ ৫ ম শ্লোক। এই শক্তির প্রত্যবেই আকাশ জগৎ
 রূপে পরিণত হয়। সৃষ্টির পূর্বে প্রাণ অব্যক্তাবস্থায় থাকে
 এবং কল্পের আদিতে আবার ব্যক্ত হইয়া আকাশের উপর শক্তি
 রূপে কার্য করে এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ হয় এবং
 ইহাই চণ্ডীর মহাশক্তি। যাহাকে সমস্ত দেবগণ এই বলিয়া
 স্তব করিয়াছেন যে “দেবি প্রপন্নার্তি হরে প্রসাদ, প্রসাদ
 মাত জগতোহখিলস্য। প্রসাদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং হুমীশ্বরী
 দেবি চরাচরস্য ॥ আধার ভূতা জগত স্বমেকা মহী স্বরূপেন
 বতঃ স্থিতাসি। অপাং স্বরূপ স্থিতয়া স্বয়ৈতদাপ্যাব্যতে কুৎস
 মলখ্যবীর্ঘ্যে ” ॥ এই প্রাণরূপী মহাশক্তিকে জানিলে জগতে
 জানিবার আর কিছু বাকী থাকে না। সান্ত জীবের অনন্তে
 বাইতে হইলে এই শক্তিই একমাত্র অবলম্বন। অতএব সকল
 স্থানে ও সকল সময়ে শক্তি পূজারই প্রাবল্য দেখা যায়।
 ভগবান রামচন্দ্র (জীবাত্মা) সীতা উদ্ধার (আত্মজ্ঞান লাভ)
 করার আশায় রাবণ (অহঙ্কার) বধের নিমিত্ত শক্তির আরাধনা
 করিয়াছিলেন; দেবাদিদেব মহাদেব কালীকে বক্ষে ও গলাতে
 মন্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। নারায়ণ তুলসীকে শিরোধেশে
 লাগাইয়া রাখিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বিনি স্বয়মেব স্বয়ং প্রথম
 পুরুষ তিনি হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধাচরণে দাস ধং লিখিয়া দিয়া
 এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আমি তোমাকে আর কখন
 ছাড়িব না সকল সময়েই হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিব।

সৃষ্টি তৎ বৃক্বাইবার অস্ত ভগবান মার্কণ্ডেয় মূনি চণ্ডী নাহা-
 ঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। “সর্ব ভূতানি কৌন্তের প্রকৃতিং
 স্রাজ্জিমাধিক্যং। কল্পকরে পুন ত্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং ” ॥

গীতা ৯ অঃ ৭ শ্লোক । নিঃসঙ্গ ভগবানের যোগ মায়াই সংসার স্থিতির হেতু; তাই আবার সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ । কল্পান্তে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একার্ণব হইলে ভগবান নারায়ণ নিদ্রা জন্ত অব্যক্ত প্রকৃতি সহ শায়িত থাকেন অর্থাৎ স্ব স্বরূপে অবস্থান করেন । পুনরায় কল্পান্তে তাঁহার সৃষ্টি রাখিবার ইচ্ছা হইলে জগৎসংপাদিতর কারনভূতা সর্বব্যাপিনী অনন্ত শক্তি বা প্রকৃতির বিকাশ হয় । প্রকৃতির প্রথম বিকাশ সাধ্যমতে মহত্ত্ব এবং মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয় । যথা “ একমূর্ত্তি স্ত্রয়োভাগা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরঃ । সবিকারাৎ প্রধানাত্মু মহত্ত্বং প্রজায়তে ” ॥ এই মহত্ত্বে প্রধান তিনটী রহিল ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর; সতঃ, রজঃ, তমঃ; বা কাল, চৈতন্য, ওঃ।সদসৎ শক্তি । সদসৎ বলিতে সূক্ষ্ম ও কারণ ভাবাপন্ন পদার্থ; তাহা হইতে জড়ের ও জড় জগতের উপাদান সকল প্রকাশ হয় । যখনই কাল ও চৈতন্য উহা হঠতে বিভিন্ন হয় তখনই উহা নিরোধরূপে অর্থাৎ প্রলয় রূপে আপন সূক্ষ্মভাবে আপনই লয় হয় । এই জন্ত উহাতে নিরোধাত্মক ও ভূতোৎপাদক গুণ আছে বলিয়া তমঃ অর্থাৎ নিরোধ বা অপ্রকাশ নামক গুণ প্রকাশিত হয় । কাল হইতে মহত্ত্বের বে গুণ থাকে তাহাকে রজো গুণ বা প্রকাশক গুণ কহে । মহত্ত্বে চৈতন্য থাকার উহা দ্বারা সদসৎ সজীব স্ব লাভ ও বিলুপ্ত ভাব উদ্ভব করণক শক্তি প্রকাশ হয় বলিয়া তাহাকে সত্ গুণ কহে । ব্রহ্মা রজগুণ ও দান; বিষ্ণু, সত্ গুণ ও চৈতন্য এবং মহেশ্বর, তম ও সদসৎ শক্তি পরস্পর একার্থ বাচক । সাংখ্যিক অহঙ্কার হইতে মনের উদ্ভব । মন সূক্ষ্মদেহ ইন্দ্রিয়াদির অমুভাবাত্মক শক্তি ।

ইন্দ্রিয় দশটা এবং এই দশটার অধিষ্ঠাতা সূক্ষ্ম শক্তি বা তেজকে দেবতা বলে। সুতরাং প্রথমে বৈদিক দেবতা দশটা ছিল যথা দিক বায়ু, সূর্য্য প্রচেতা, অশ্বী, বহি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি। পরে তাহাদের গুণ ক্রিয়া ভেদে তেত্রিশ কোটা হইয়াছে। সস্ব গুণের স্থান কর্ত্তের উর্দ্ধে; রজঃ নাভি হইতে কঠ পর্য্যন্ত এবং তমঃ নাভির অধোদেশে। মূল প্রকৃতি সস্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের রজভূমি। আবার গুণত্রয় সকল সময় সমান থাকে না। পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে। যথা “ রজঃ ক্ষমচাভিভূয় সস্বঃ ভবতি ভারত। রজঃ সস্বঃ তমশ্চৈব তমঃ সস্বঃ রজস্তথা ”। গীতা ১৪ অঃ ১০ শ্লোক। যখন কালবশে এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা সংঘটিত হয়, তখন তাহাকে প্রলয় বা অব্যাকাবস্থা বলে। এই সাম্যাবস্থার বিকৃতি ঘটিলে প্রকৃতি ব্যাকাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টির অভিযুথী হয়। সৃষ্টির মুখে প্রকৃতি স্তরে স্তরে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পরিণত হইয়া জগত্রয় অনুলোম ক্রমে ব্যাকৃত হয়। আর প্রলয় কালে জগত্রয় স্তরে স্তরে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে বিলোম ক্রমে অব্যাকৃত হইতে অবশেষে অব্যাক্ত মূল প্রকৃতিতে উপশান্ত হয়। প্রকৃতির এই নিয়মানুসারে “ প্রলয় কালে জগত্রয় জলময় হইলে ভগবান প্রভু নারায়ণ অনন্ত শস্যায় আশ্রয় পূর্ব্বক যোগ নিদ্রা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই সময় ভয়ানক মধু কৈটভ নামক অসুরদ্বয় বিষ্ণুর বাহু কর্ণ মূল হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া ব্রহ্মাকে নিহত করার নিমিত্ত উদ্যত হইলে স্তম্ভিত সূর্ম্ম প্রজাপতি ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি সরোজে অবস্থিতি করতঃ ক্রোধোন্মত্ত অসুরদ্বয়কে দেখিয়া এবং ভগবানকে প্রস্থত

অবলোকন করতঃ একাগ্রচিত্তে হরির জাগরণার্থ হরিনেত্রকৃত্য
 শ্রয়া সৰ্বনিরস্তী অগৎকর্তী স্থিতিসংহারকারিণী চৈতন্ত রূপিনী
 নিদ্রারূপা ভগবতী যোগ নিদ্রার স্তব করিয়াছিলেন ” ।
 চণ্ডী মাহাত্ম্যে ১ম ৫২—৬৪ শ্লোক । চণ্ডীর এই প্রভু নারা-
 রণই ভগবান বা পুরুষ, যোগনিদ্রা বা মহামায়া মূল প্রকৃতি
 সাম্যাবস্থায় তাহাতে লীন আছেন । পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে
 মূল প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের রঙ্গভূমি ও
 পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে । স্তবরাং
 সত্ত্ব ও তমঃ পরাভূত না হইলে রজঃ শক্তির কার্য্য হয় না ।
 সত্ত্বে স্তব, রজে কার্য্য ও তমে প্রসাদাদি অধম গুণ প্রদান
 করে । সত্ত্ব প্রধান দেবতা বা পুণ্যশক্তি এবং তমো প্রধান দেবতা
 অম্বর বা পাপশক্তি । দেবতা ও অম্বরে বা পুণ্য ও পাপে চিরকাল
 বিচ্ছেদ ভাব । গুণদ্বয় পরস্পর সংঘর্ষণে ব্যাপৃত থাকার সময়
 ক্রিমাশীল রজোগুণ বর্দ্ধিত হয় । ভগবানের নাভিপদ্মস্থিত রজ্জে
 গুণ রূপী ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার জন্ত যোগমারূপ প্রকৃতির
 নিদ্রা হইতে চৈতন্ত বা বিকাশ করনার্থ স্ততি করিয়াছেন
 অর্থাৎ কার্য্যোন্মুখ হইয়াছেন । সৃষ্টিকাল অর্থাৎ ব্রহ্মার পরমায়ু
 একশত বৎসর । তৎপর পুনঃ প্রলয় । ব্রহ্মার কার্য্যের ব্যাঘাৎ
 না হওয়ার জন্য দেবাসুরের যুদ্ধ একশত বৎসর ব্যাপী বলিষ্ঠ
 বর্ণনা করিয়াছেন যথা “দেবাসুরম ভূৎ যুদ্ধং পূর্ণ মঙ্গ শতং পুরা ” ।
 চণ্ডী ২য় অ ১ শ্লোক । এই সময়ের মধ্যে প্রকৃতি স্তম্ভ হইতে
 স্থলে ক্রমোন্নতি পদ্ধতি ক্রমে স্থলতর হইয়া থাকে । কালবশে
 ব্রহ্মার আয়ু শেষ হইলে এই বিরোধী গুণত্রয়ের পুনঃ সাম্যা-
 বস্থা সংঘটিত হয় এবং তখনই প্রলয় অর্থাৎ প্রকৃতি স্থল হইতে

হলে বিলোমক্রমে মূল প্রকৃতিতে পর্যাবসিত হয়। যথা “এক
 বাহুঃ কপত্যত্র দ্বিতীয়া কা সরাপরা। পশ্চেতা হৃষ্টমব্যেব বিশোক্তোম
 দিত্তর ॥ ততঃ সমস্তান্তা দেব্যা ব্রহ্মাণী প্রমুখা পরম। তস্তা
 দেব্যান্তনৌ অনুরেকৈরা সীতলম্বিকা” ॥ চণ্ডী ১০ ম ৫১৬ শ্লোক।
 পুণ্য পাপের চির শত্রুতা এবং পরস্পর পরস্পরকে অভিতৃত করিবার
 চেষ্টা চিরকাল হইয়া থাকে; পরিণেবে পুণ্য শক্তির জয়
 অবশ্যস্তাবী ইহাই চণ্ডী মাহাত্ম্যের উদ্দেশ্য। ইতি—

শ্রীযাত্রামোহন দাস।

